



পরাজয়

অবশেষে ফাইনালে হারল ভারত।
হার্দিকের দুর্দান্ত ব্যাটেও পরাজয় হল।
২১ রানে চেন্নাইয়ে ভারতকে হারিয়ে
একদিনে সিরিজ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

বাংলা দৈনিক পত্রিকা

খবরের শেষ কথা

Tripura Bhabhishyat, Bengali Daily, Agartala Year 32, Issue : 80: Thursday, 23rd March, 2023, সংখ্যা- ৮০ : ৮ চৈত্র, ১৪২৯ বাংলা, বৃহস্পতিবার : মূল্য ৪ টাকা Online e-paper : www.tripurabhabhishyat.in

প্রাক্তন হওয়ার পর এক কোটা চিলতে ঘরে রয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, নেননি কোন ধরনের সরকারী সুবিধা, সরকার দিতে চাইলেও প্রত্যাখান করেছিলেন বুদ্ধদেব বাবু, নাচে বুদ্ধদেবের সেই দুই কোঠার ঘর

পূর্ণমন্ত্রীর মত সব সুবিধা চেয়ে
মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি মানিকের

- নিয়ম অনুযায়ী মানিক সরকার এখন সব কিছুতেই প্রাক্তন। নেই কোন সরকারী পদ। এরপরেও বিরোধী দলনেতার মত সব সরকারী সুযোগ সুবিধা চান মানিক সরকার।
- তিনি চান বর্তমানে যে সরকারী ডু প্রাক্তনে রয়েছেন সেখানেই তিনি থাকবেন। সরকারী বাসভবনের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা যাতে একই রাখা হয়।
- পাইলট কার থেকে গুরু করে সব ধরনের নিরাপত্তা কর্মী, গুপ ডি, সরকারী গোয়েন্দা অর্থাৎ বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি যে ধরনের নিরাপত্তা পেতেন সব যাতে বহাল রাখা হয়। বিরোধী দলনেতা একজন পূর্ণমন্ত্রীর মতো সব সুযোগ সুবিধা পেতেন। তা যেন বহাল রাখা হয়। মর্যাদা



যাতে বর্তমানেও একই রাখা হয়।

অতীতে রাজ্যের যত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন তাদের জন্য শুধুমাত্র দুইজন দেহরক্ষী বরাদ্দ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। দেওয়া হয়নি সরকারী আবাসও। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম সমীর

বর্মণ। তার বাড়িতে সব সরকারী সুযোগ সুবিধা ছাড়াও দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও।

মানিক সরকার চিঠি দিয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে। চিঠিতে তিনি একজন পূর্ণমন্ত্রীর মতো সব ধরনের সুযোগ সুবিধা চেয়েছেন।

ভূমিপুত্র আইএএস



মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের ভূমিপুত্র আইএএস-রা

সরকারকে চাপে রাখতেই
বামগ্রেনের নয়া কৌশল

সমর চক্রবর্তী

ত্রয়োদশ বিধানসভার ভেতরের লড়াইটা এবার ৩২ বনাম ২৭ এর না, ৩২ বনাম ১৪'র? অর্থাৎ বিজেপি বনাম বামগ্রেন ও মথা জোট। না শুধুই বামগ্রেন প্রমুখ এখানেই ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিনহা ঘোষণা দিয়েছেন তাদের অধ্যক্ষ পদের প্রার্থী গোপাল রায়ের নাম। তিনি এও জানিয়েছেন-এতে সিপিএম ও মথার সমর্থন রয়েছে। সিপিএমের সমর্থন থাকলেও মথার সমর্থন আদৌ রয়েছে কিনা-তা স্পষ্ট

নয়। ধরে নেয়া যাক-মথা সিপিএমের সমর্থন রয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল রায়ের পক্ষে। বিগত বহু বছর ধরে রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সিপিএম দল বিধানসভা দখল করায়, অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নিয়ে কোন ভোটাভুটি হবার সুযোগ ঘটেনি। ফলে ক্ষমতাসীন দল যার নামে সীলমোহর দিতেন- তিনিই বা উনারা অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মনোনীত বা নির্বাচিত হয়ে যেতেন। কিন্তু এবার ত্রয়োদশ বিধানসভায় ক্ষমতাসীন বিজেপি দল এই মুহুর্তে মাত্র ৩২খানা আসন

নিয়ে খানিকটা হলেও একটা দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। বিরোধীদের কাছে শক্তভাবে বিরোধী আসন রয়েছে-মূলত ১৪টি। আর তিনটি মথাকেও সঙ্গে নিতে পারলে আরো ১৩টি নিয়ে মোট বিরোধী আসন সংখ্যা রয়েছে-২৭টি। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দল থেকে চারটি আসন দূরে। এই অবস্থানে থেকে বিরোধীরা ক্ষমতাসীনদের হারাবার কোন সুযোগ নেই। এটা বামগ্রেন দল জানে, এবং বুঝে তাই হলে

২য় পাতায় দেখুন

কোনও মামলার বিচারে কোনওরকম পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা থেকে দেশের সমস্ত আদালতকে বিরত থাকার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি পিএস নরসিংহর একটি বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাত বছরের একটি ছেলেকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের মৃত্যদণ্ড ঘোষণা হলে, সেই সাজার পুনর্বিবেচনার আবেদনের মামলায় এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের
রাশ টানল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা : কোনও মামলার

বিচারে কোনওরকম পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা থেকে দেশের সমস্ত আদালতকে বিরত থাকার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি পিএস নরসিংহর একটি বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাত বছরের একটি ছেলেকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের মৃত্যদণ্ড ঘোষণা হলে, সেই সাজার পুনর্বিবেচনার আবেদনের মামলায় এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ। ওই ব্যক্তির মৃত্যদণ্ড পুনর্বিবেচনার



ওই আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তা খারিজ করে আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, "বাচ্চা ছেলেটিকে



উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খুন করার ঘটনায় তার মা-বাবা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মা-বাবার এই একমাত্র সন্তান হারানোর বেদনার সঙ্গে এই



উদ্বেগও মিশে রয়েছে, তাঁদের ভবিষ্যতকী হবে, বৃদ্ধ বয়সে কে তাঁদের দেখবে, কে-ই বা তাঁদের

২য় পাতায় দেখুন

ডুকলি ব্লকে অরাজকতা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : পশ্চিম জেলা ডুকলি রেভিনিউ সার্কেল অফিস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানান রকমের অভিযোগ রয়েছে আমজনতার। বিশেষতঃ বাধারঘাট মৌজা এবং বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে ডুকলি ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা সদর মহকুমা প্রশাসনের একটি ভূমিলেখা ও ভূমি বন্দোবস্তের সার্কেল অফিস রয়েছে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ক কাজকর্মের জন্য কোন ব্যক্তি জমি

জায়গার নামজারি সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ে এখানে এলে প্রতিদিন কোন কাজ করতে পারেন না কারণ সপ্তাহে মাত্র তিনদিন এখানে যেকোন কাগজপত্র জমা দেয়া-নেয়া হয়। এখান থেকে জমি সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র বাধারঘাট তহশীলে একসঙ্গে বেশকিছু জমিয়ে মাসে এক কি দু'বার তহশীলে পাঠানো হয়। ফলে কোন ব্যক্তি নামজারির জন্য একটি কাগজ জমা দিলে সেই কাগজ এক কিলোমিটার

দূরের বাধারঘাট তহশীল পাঠানো হচ্ছে ন্যূনতম ১৫ দিন পরে। অথচ ডুকলি রেভিনিউ সার্কেলের স্টাফদের এই অফিসে কোন করণীয় কিছু নেই। ওদের কাজ-সব কাগজপত্র তহশীল অফিসে পাঠিয়ে দেয়া মাত্র আর পাচির থেকে রেজিস্ট্রেশন ফি-বাবদ এক হাজার টাকার রাজস্বটা আদায় করা। মূল কাজ তহশীলের এনকোয়েরী করা যা করবে তহশীল অফিস।

২য় পাতায় দেখুন

বিপ্লবের বাসভবনে উঃপূর্বের
সাংসদ মন্ত্রীদের বৈঠক

সংবাদ সংস্থা : বিপ্লব কুমার দেবের

আমন্ত্রণে মঙ্গলবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমপি ফোরামের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই অঞ্চলের সার্বিক বিকাশ এবং স্বার্থসংগঠিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানের রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের দিল্লিহিত সরকারি নিবাসে ফোরামের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই অঞ্চলের উন্নয়ন কাজে আরো অতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বেশ কিছু বিষয় স্থান পায়। এতে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোমোলাল, কিরণ রিজিজু সহ বেশ কয়েকজন



কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রী এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদগণ ন শেখ মেশ ভোজের ও আয়োজন করা হয় এদিন।

উল্লেখ্য ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার আসীন হওয়ার পর উন্নয়নের প্রক্ষেপে একাধিক উপেক্ষিত

২য় পাতায় দেখুন

মেয়ের জীবন ভিক্ষা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর
কাছে আত্ননাদ এক হতভাগী মায়ের

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : রাজধানী আগরতলা শহরের আড়ালিয়া খুবি পাড়া এলাকার শংকর খুবি দাসের ১৯ বছর বয়সী একমাত্র মেয়ে অর্পিতা খুবি দাস গত দুই মাস আগে ফক্স নামে একটি রোগে প্রথমে আক্রান্ত হয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই ফক্স থেকে এক জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। পরে অর্পিতার পরিবারের

লোকজন একমাত্র মেয়েকে সুস্থ করে তোলার জন্য আগরতলার আইজিএম হাসপাতাল এবং পরে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করায় কিন্তু অর্পিতার শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় একমাত্র মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তার বাবার শংকর খুবি দাস নিজের বসতবাড়ি বন্ধক দিয়ে তরিঘরি উন্নত চিকিৎসার জন্য

শিলচরে নিয়ে যায়। শিলচরে বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর তারের কাছে যা টাকা ছিল সবই চিকিৎসা খাতে সব টাকা শেষ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে শিলচর থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অর্পিতাকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসে। বর্তমানে অর্পিতার পরিবারের লোকজন

২য় পাতায় দেখুন

বলির আগেই খাওয়ার নিমন্ত্রণ সঞ্জয় তাঁতির

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : বলির আগেই বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন খোয়াইয়ের সঞ্জয় তাঁতি। গতকাল ২৮ কোপে মাতাবাড়িতে পাঠার বলি নিয়ে দুইদিন পরেও চলছে জোর চা। এই ব্যাপারে বিস্তারিত খোজ খবর নিয়ে জানা গেছে খোয়াই এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় তাঁতি পেশায় একজন গাড়ি চালক। দীর্ঘ দিনের পুরাতন এক মাননীয় পুণ্য করতে গতকাল মাতারবাড়ি ত্রিপুরা

সুন্দরী মন্দিরে পূজা দিয়ে পাঠা বলির জন্য আসেন। মন্দিরের পুরোহিতের নির্দেশ মতো পাঠা বলির আগে সেই পাঠার পূজা দেন তিনি পুরোহিত সেই পূজা করেন। এর পর শুরু হয় পাঠা বলির পর্ব। এক থেকে ১১ নম্বর পাঠার বলি সম্পন্ন হয়েছে। শাস্ত্র মতে অর্থাৎ এক কোপে প্রথম ১১ টি পাঠার বলি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ছন্দ পতন হয় ১২ নম্বর পাঠা বলিতে। খোয়াই থেকে

আসা সঞ্জয় তাঁতির পাঠা বলিতে ২৮ কোপ লাগে। এই নিয়েই নানা গুঞ্জন মাতাবাড়িতে। কেনে এরকম হল ? এর উত্তর খোজ খবর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আশীষ চক্রবর্তী জানান, মন্দিরে পূজা দিতে আসার আগে খাওয়ারইয়ের বাসিন্দা সঞ্জয় তাঁতি নাকি তাঁর নিজের এলাকায় ৫/৬ জন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন যে সেই রাতে পাঠার মাংস দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার কথা বলেন তিনি।

মন্দিরের পুরোহিত বলেন, এই পাঠা এই কারণে মায়ের পূজাতে লাগেনি। তাই এই পাঠা বলিতে ২৮ কোপ লেগেছে। তাই মন্দিরের ম্যানেজার মানিক দত্ত এর প্রতিক্রিয়ায় জানান, এর আগেও গত এক বছর আগে ২১ কোপে পাঠার বলি হয়েছিলো। এর ২/৩ বছর আগে ১৬ কোপে পাঠার বলি হয়েছিল। মন্দিরের পুরোহিত জানান, কোন অনায়া ও অবিচার হলে

এই ঘটনা ঘটে। তবে এই রকম ঘটনা ঘটলে ফের আবার নতুন করে পাঠার বলি দিতে হয় রীতি অনুযায়ী। তাই মন্দিরের পুরোহিতের নির্দেশ মতো আবার কোন এক দিন মন্দিরে নতুন করে পাঠা বলির আয়োজন করবে সঞ্জয় তাঁতি। এই ঘটনায় সঞ্জয় তাঁতির পরিবারে বেদনার সঞ্চার হয়। উল্লেখ্য, গতকাল সর্বমোট পাঠা বলি হয় ৮৪ টি।

কোনটিকে বিভিন্নভাবে তার বৃদ্ধ বয়সের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করে। একটা সময় মেয়েটি যখন তার কথামতো কোন কিছু করার অস্বীকার করে এমন সময় মেয়েটিকে মেয়ে ফেলার ভয় দেখিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে মেয়েটি চিংকার শুরু করলে এক লোকের আশ্রয় পেয়ে সেখান থেকে ছুটে যায়। পরবর্তী সময়ে ওই ব্যক্তির শিশুটিকে উদ্ধার করে মতিনগর হাসপাতাল লোকায় নিয়ে আসে এবং তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পরে খবর নিয়ে জানা যায় বৃদ্ধ দুলাল মিয়া। নাবালািকা

২য় পাতায় দেখুন

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : মতিনগর এলাকার দুর্গচরী দুই বিবাহিত ৬০ বছরের বৃদ্ধ দুলাল মিয়া সাত বছরের নাবালািকা কন্যাকে (বলা বাহুল্য তার নাতির চেয়েও ছোট) ফুসলিয়ে ১০০ টাকার লোভ দেখিয়ে তারকাটা বেড়ার ঐপার থেকে এই পারে এনে প্রায় দুই কিলোমিটার সাইকেল চড়ে নিয়ে গিয়ে খামরাহাটি এলাকার গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। প্রথমে নাবালািকা সাত বছরের শিশু কন্যাটি কিছু বুঝে উঠতে পারেনি পরবর্তী সময়ে সে ৬০ বছরের বৃদ্ধ দুলাল মিয়া। নাবালািকা

২য় পাতায় দেখুন

অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ত্রিপুরা বিধানসভার পরবর্তী অধ্যক্ষ হছেন বিশ্ববন্ধু সেন। আগামীকাল তিনি মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন। অধ্যক্ষ কে হবেন সেই নিয়ে কয়দিন ধরে চলছিল জল্পনা। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববন্ধু সেনকেই বাছাই করলেন হাইকমান্ড। তিনি গত বিধানসভায় ছিলেন উপাধ্যক্ষ। এই নিয়ে ধর্মনিগড়ে তিনজন অধ্যক্ষ হলেন। সর্বশেষ ধর্মনিগড়ে অধ্যক্ষ ছিলেন রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। তার আগে ছিলেন আমরেন্দ্র শর্মা। উপাধ্যক্ষ ছিলেন রামপ্রসাদ পাল। রতন চক্রবর্তীকে গুরুত্বপূর্ণ কোন দায়িত্বে আনার ব্যাপারে



চিন্তাভাবনা করছেন হাইকমান্ড। এদিকে কংগ্রেসের অধ্যক্ষ পদে মনোনয়ন আগামীকাল জমা দেবেন গোপাল রায়। তাকে সিপিএম ও মথা সমর্থন করেছে।

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

SINCE 1981

9774414298

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

53 Shishu Uddyan Bijnan Bitan A. K. Road Agartala 799001

মতভেদে! পাঙ্ক নামের পর প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, THURSDAY, 23rd MARCH, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বৃহস্পতিবার , ২৩ মার্চ, ২০২৩ ইং, ৮ চৈত্র, ১৪২৯ বাং

বিপ্লবের

বাসভবনে

প্রথম পাতার পর

উত্তর পূর্বাঞ্চলে লুক ইস্ট এর বদলে এক্টিস্ট পলিসিতে জোর দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রশ্নে একটা পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চলে নতুন সুরোদয়ন হয় ন উন্নয়নের মাপকাঠিতে ভৌগলিক দূরত্ব অনেকটাই ঘুচিয়ে দিল্লির সাথে বিকাশের মূল স্রোতে যুক্ত হতে থাকে উত্তর পূর্বাঞ্চল। কমনতে থাকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, পরিষেবা সব উন্নয়নের অসমতা ন উত্তর পূর্বের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় মনোভাবকে পাথের করে, সমৃদ্ধ ও আর্থনর্ভর এন.ই, এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে এন.ই এমপি ফোরাম। সর্ব সমন্বয়ী ভাবনায় একত্রিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজাই বর্তমানে একাবদ্ধভাবে কাজ করছে।

দীর্ঘ উপেক্ষার কালো আঁধার কাটিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন জীৱিকা উন্নয়নের মাধ্যমে এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিশা খুঁজে পেয়েছে। সর্বশেষ তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলও, নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মানুষের আস্থার এক উজ্জ্বল নিদর্শন বলা চলে ন উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশকিছু কাজের অগ্রগতি এবং এই অঞ্চলের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। দীর্ঘ সময় যাবত প্রাণাশ্রিত দাবি আদায় পাশ্চির তালিকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছিল সবার পেছনে। কিন্তু বর্তমানে দেশের রাজধানীর সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রয়াস অনেকাংশেই সফলতা এসেছে।

করোনার ছায়া

প্রথম পাতার পর

করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মারা গিয়েছেন পাঁচজন। সংক্রমণ সীমাবদ্ধ মূলত হয়টি বড় রাজ্যে। সেগুলি হল, তামিলনাড়ু, গুজরাত, কেরল, কর্ণাটক, তেলঙ্গানা ও মহারাষ্ট্র। তবে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না। সরকারি সূত্রে অভ্যাস মিলেছে, জনবহুল এলাকায় নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করে সংক্রমণ পরিস্থিতি যাচাই করা হতে পারে। নবান্ন স্তরের খবর, বাংলার করোনা চিত্র মোটেই উদ্বেগজনক নয়। করোনা সংক্রমণের কোনও খবর নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইতিমধ্যে বিমান বন্দরগুলিকে বলা হয়েছে, বিদেশি যাত্রীদের দেহের তাপমাত্রা মাপা এবং অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষা চালু করতে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহার করতে। স্বাস্থ্য সচিব করোনা মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যগুলিকে। আজ প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর জানা যাবে ফের দেশব্যাপী করোনা বিধি আরোপ করা হবে কিনা।

মেয়ের জীবন ভিক্ষা

প্রথম পাতার পর

একমাত্র মেয়ের চিকিৎসার জন্য সব অর্থ সম্পদ খুঁয়ে একেবারে অসহায় অবস্থায় রয়েছে। দিন যতই এগোচ্ছে অপিতার শারীরিক অবস্থাও অবনতি হচ্ছে। জানা গেছে অপিতার বাবার শংকর ঋষি দাস একজন দিনমজুর। বৃথবার নিরুপায় হয়ে অপিতার মা বাবা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে রোগাক্রান্ত একমাত্র মেয়ে অপিতার জীবন ভিক্ষা চেয়ে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন। মেয়ের এই অবস্থা চোখের সামনে দেখে অপিতার মা-বাবা দিনরাত কঁদে বুক ভাসিয়ে যাচ্ছেন। বৃথবার এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি উঠে আসলে রোগাক্রান্ত অপিতার বাড়ি থেকে। স্থানীয় এলাকাবাসীরাও অপিতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয় হলো একমাত্র মেয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য অসহায় মায়ের আর্তনাদে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতটুকু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

কাশ্ফনামা প্রতিনিধি: ধর্মণের চেষ্টা এক নাবালাকা শিশুকে। ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়।



প্রথম পাতার পর

এখন প্রশ্ন হল- কেন অত্যন্ত দিনের কাগজ দিনে অথবা দুইদিন পর পর কেন তহশীল অফিসে যাবেনা? এমন কি সাত দিনেও নয়, প্রায় ১৫ দিন একসঙ্গে কাগজপত্র জমা করে তারপরে তহশীলে পাঠানো হচ্ছে। সপ্তাহে সপ্তাহে সোম-বুধ-শুক্র এই তিনদিন জনসাধারণের কাছ থেকে কাগজ গ্রহন করা হয় না প্রতিদিন করলেও কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। গড়ে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচটি নামজারির কাগজ জমা পড়ে। এদিকে তহশীল অফিস কর্তৃপক্ষের বক্তব্য যে, ডুকলি সার্কেল অফিস থেকেই দেহিতে কাগজ আসায় এনকোয়ারী করে রিপোর্ট দিতে একটি ক্ষেত্রেই সময়

পরিবারকে দেখাবে। এটা শুধু একটা নৃশংস খুন নয়, এটা গোটা পরিস্থিতিতেই চরম সমস্যায় ফেলে দেওয়া।”

আদালতের এই মন্তব্য নিয়েই নতুন করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে থাকা সূপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। ডিওয়াই চন্দ্রচূড় নিজে সেই রায়ে লিখেছেন, “এইরকম ভয়ংকর খুনের মামলায় আদালতের এটা মোটেই বিচার করার কথা নয়, যে খুন হওয়া শিশুটি কন্যাসন্তান নাকি পুত্রসন্তান। নিহত শিশুর লিঙ্গ যাই হোক না কেন, ঘটনাটি সমান দুর্ভাগ্যজনক। কেবল পুত্রসন্তান হওয়ার কারণে সে ভবিষ্যতে মা-বাবার দায়িত্ব

চেষ্টা বৃদ্ধির

প্রথম পাতার পর

মতিনগর এলাকার দুলাল মিয়া সেই মেয়েটিকে তার তারকাটা ওই পাড়ের বাড়ি থেকে ১০০ টাকার লোভ দেখিয়ে বদ উদ্দেশ্যের জন্য নিয়ে যায়। এদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় ছি ছি রব উঠে এবং তার কঠোর শাস্তির দাবি তুলে। পরে সেই শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করে। যদিও এলাকায় কিছু মাতব্বররা পুলিশকে আশ্বাস দিয়েছিল গ্রামাশালীসী সভ্য মাধ্যমে তা শেষ করে দেবে তাই এতদিন অসহায় পরিবারটি মুখ খুলেনি। শেষ পর্যন্ত নয় দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে মা এবং মেয়ে কান্না ভেঙ্গে পড়ে এবং অভিযুক্ত দৃশ্চরিত্র দুলাল মিয়ার কঠোর শাস্তি দাবি তুলেছে। যদিও আমতলী থানার পুলিশ নামে মাত্র দুইদিন এসে চলে যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে ধৈর্যতার করতে সক্ষম হয়নি। জানা যায় দুলাল মিয়া বাংলাদেশে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এমনকি ওই পার থেকে সেই অসহায় পরিবারটিকে বারবার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে মামলা তুলে নেয়ার জন্য। উল্লেখ্য গত ১৩ই মার্চ মতিনগর এলাকার দুলাল মিয়া একই এলাকার সাত বছরের নাবালাকা কন্যাকে বাড়ি থেকে ফুলদিয়ে ধর্মণের চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ তুলেছে পরিবারের পক্ষ থেকে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কোন কামনা নেয় কিনা। নাকি এলাকার মাতব্বররা অসহায় পরিবারটিকে গ্রাম্য সভা করে কোনরকমে অন্যান্য ঘটনার মতো গোজামিল দিয়ে চলে যাই। যদিও এলাকার শুভ বুদ্ধির সম্পন্ন জনগণ দাবি তুলেছে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির যাতে করে এমন শাস্তি দেওয়া হয় দুলাল মিয়া কেন কোন দৃশ্চরিত্র ব্যক্তি কিংবা বুদ্ধ নাবালাকা কিংবা যুবতীর দিকে ফিরে না তাকাই। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কোন ভূমিকা গ্রহণ করে কিনা।

যে সমস্ত দেশ ডিজিটাল রূপান্তর করতে চাইছে, তাঁদের জন্য ভারত একটি রোল মডেল। বললেন আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডোরিন ভোরিন বোগদান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃথবার নতুন দিল্লিতে নতুন আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর এরিয়া অফিস এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই

বয়ে যায় প্রায় একমাস। এবার এফিড এভিড করে পুনরায় এনকোয়ারীর রিপোর্ট সহ এই নামজারির কাগজপত্র পুনরায় ডুকলি রেভেনিউ সার্কেলে জমা দিলে এবার বলে দেয়া হচ্ছে- মাস দুমাস পরে খবর নেবেন। নয়তো মাস সজ পাঠানো হবে-কবে নাগাদ হিয়ারিং হবে। অর্থাৎ এই ব্যবসায় একটি নাম জারির হিয়ারিং হতে এক ব্যক্তির প্রায় তিনটি মাস ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক যুগে ত্রিপুরার আর কোন মহকুমায় এ ধরনের দীর্ঘসূত্রিতায় কোন কাজ হতে দেখা যায় না। যা এখানে হচ্ছে। এর চাইতে আরো যে বড় অসুবিধা-সেটি হল এখানে

নিত, এমন ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় আদালতের। এই ধরনের মন্তব্য পিতৃতত্ত্বের ধারক-বাহক, কোনও আদালতেরই এই ধরনের কথা বলা উচিত নয়।”

আদালতের পিতৃতাত্ত্বিক মন্তব্য করা-না-করা নিয়ে আলোচনা এই প্রথম নয়। ২০২১ সালে অপর্ণা ভাট বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকারকে একটি বিশেষ মামলায় আদালতের রায়ের পরে, তার বিরুদ্ধে রণধে দাঁড়িয়েছিলেন থাকেন। এমনটাই মেয়েদের মেনে নেওয়া উচিত। (৩) “ভাল” মহিলারা যৌনতার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হন, তথা সত্যি হন। (৪) সব মহিলাই দায়িত্ব মাতৃত্বের ভূমিকা

কেন ওরা অধ্যক্ষ নির্বাচনে নেমেছে? এটা একটা রাজনৈতিক কৌশল বিরোধীরা জানে যে, ক্ষমতাসীন বিজেপি দলে অনেকেই মন্ত্রীসভায় জায়গা পাননি। ফলে, তাদের কয়েকজনের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ বিরাজমান। যদি এই অধ্যক্ষ ভোটে একটা ক্রস ভোটিং করিয়ে নেয়া যায়, তাহলে সরকারকে চাপে ফেলে দেয়া যাবে। আর এই গেম প্ল্যানে যদি বিরোধীরা সাকসেস নাও হয়, তাহলেও ক্ষমতাসীন বিজেপিকে ফাস্ট রাউন্ডেই একটা শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া সম্ভব হবে।

অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে এই চ্যালেঞ্জটা বিরোধীদের নিতে মূলতঃ উৎসাহিত করেছে খোদ রাষ্ট্র। বিজেপির দুই বড় নেতৃত্ব-মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা ও সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ভোটারের পরে এই দুই

থানার ডমিসাইল এলাকায় বাসা থেকে বের হয়ে নির্খোঁজ হন তিনি। সে স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়ে ও মা নিয়ে ওই এলাকায় থাকতেন। ইমতিয়াজ কুন্নিয়ার মুরাদনগর উপজেলার ধামধর ইউনিয়নের পরমতলা গ্রামের মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে। গত ৮ মার্চ নির্খোঁজের পর স্ত্রী ফাহিমদা আক্তার বাদী হয়ে ঢাকার কলাবাগান থানায় একটি জিডি করে। এদিকে গত ৮ মার্চ সন্ধ্যায় মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার মরিচের সেতু



যে সমস্ত দেশ ডিজিটাল রূপান্তর করতে চাইছে, তাঁদের জন্য ভারত একটি রোল মডেল। বললেন আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডোরিন ভোরিন বোগদান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃথবার নতুন দিল্লিতে নতুন আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর এরিয়া অফিস এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই

একজন ডি সি নিয়োগ করা আছে। কিন্তু এই ডি সি সাহেবের ঘর অদ্যাবধি কোনদিন খোলা থাকতে দেখেনি কেউ। কেউই কোন অভিযোগ বা প্রয়োজন থাকলেও তাকে পাওয়া যায় না। এই অফিসে যে কয়জন স্টাফ রয়েছে তাদের অনেকেই বেলা ১২টার আগে অফিসে আসেন না বলেও জনসাধারণের অভিযোগ রয়েছে।

নাম জারির রেজিস্ট্রেশন এর জন্য অফিস যে একহাজার টাকা করে রাজস্ব আদায় করছে তার জন্য একটি রশীদ দেয়া হয়। কিন্তু এফিড এভিড করে তহশীল থেকে এনকোয়ারীর রিপোর্ট জমা দেবার সময় আবার ৫০টাকা করে কেটে নেয়া যে হয়-সেখানে কোন রশীদ

যেন রাখি পরিয়ে দেয় অভিযোগকারীগণকে, এমনই শর্ত দিয়ে অভিযুক্ত যুবককে জামিন দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট।

এর যুক্তি হিসেবে আদালত একাধিক পিতৃতাত্ত্বিক মন্তব্য করেছিল, যেমন: (১) মহিলারা শারীরিক ভাবে দুর্বল হন এবং তাঁদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। (২) মহিলারা যেহেতু নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাই পুরুষরাই পরিবারের মাথা হন এবং পারিপারিক সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এমনটাই মেয়েদের মেনে নেওয়া উচিত। (৩) “ভাল” মহিলারা যৌনতার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হন, তথা সত্যি হন। (৪) সব মহিলাই দায়িত্ব মাতৃত্বের ভূমিকা

নেতৃত্ব সদলবলেই বলে বেড়াচ্ছেন যে, ভোটে এবার গদারী হয়েছে। এবং গদারদের দল থেকে তাড়ানেন। যে দলে এবার গদারদের আক্ষালন রয়েছে-সেখানে যদি বিধায়কদের মাঝেও একটু ক্রস ভোটিং এর বিষয়টিকে মাথাচাড়া দিয়ে দেওয়া যায়-এতে মোঘের কি আসবে আর বামগ্রেনের প্রার্থী গোপাল রায় হেরে গেলেও ক্ষতি নেই। এই ভোটে লড়াইকে সামনে রেখে বিধানসভার প্রথম দিন থেকেই বিরোধীরা যে জোটবদ্ধ রয়েছে-তা রাজ্যবাসীকে জানান দেয়া যাবে। কাজেই বিরোধীদের বিশেষতঃ বামগ্রেনের এই রাজনৈতিক কৌশলের মাঝে আরো একটি দিককে তারা প্রজেক্ট করতে পারবে যে-বিধানসভা ভোটে তারা যেমন জোটবদ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি বিধানসভার বাইরেও এই দুই দল এখন থেকে জোটবদ্ধ হয়ে ময়লাদে থাকতে চলেছেন। অবশ্য এতে প্রদোঃ কিশোরের কখন কি

মুন্সিগঞ্জে বেওয়ারীশ দাফন করা

৮ এর পাতার পর

এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারের পরের দিন আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশটি আগুমান মর্ফিদুলে হস্তান্তর করি। এরপর গত ৯ মার্চ বেওয়ারীশ হিসেবে মর্দীপাণ্ডার করবস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। তবে লাশটি নির্খোঁজ প্রকৌশলী ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভূইয়ার বলে দাবি করে তার পরিবার।

স্ত্রী ফাহিমদা আক্তার জানান, বাবা আমার সন্তানদের মাথার ওপর থেকে ছায়া সরিয়ে দিয়েছে আমি তাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।



বোগদান আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্বে ডিজিটাল ইভিডিয়া আধার, ইউপিআই এবং অন্যান্যদের মতো গেম পরিবর্তনকারী উদ্যোগের সঙ্গে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অভিযোগের দেশকে এগিয়ে রেখেছে। তাঁর কথায়, ভারতে উদ্ভাবন দ্রুতগতিতে এবং কম খরচে হচ্ছে, এর আগে কখনও এমনটা দেখা যায়নি। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ এই সংস্থা আন্তর্জাতিক

দেয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়-রিসিভিং ক্রাক নাম জারি জমার রিসিভ কপিতে প্রাপ্তি স্বীকারের কোন সাক্ষর করছে না। যা একেবারেই অন্যায় কাজ। এক কথায় ডুকলি রেভেনিউ সার্কেলের বিরুদ্ধে অরাজকতার অভিযোগ উঠেছে ভুক্তভোগীদের তরফ থেকে রশীদের বিষয়ে কোন চ্যালেঞ্জ করলে তা আমাদের কাছে সেই রশীদের কপি রয়েছে। প্রয়োজনে প্রশাসনকে দেয়া যেতে পারে। এই সার্কেলের দায়িত্বে যে ডি সি সাহেব রয়েছে-সাইনবোর্ড অনুযায়ী তার নাম রয়েছে-সুজিত কুমার দাস। তাকে দেখা সাধারণ মানুষের ভাগ্যের ব্যাপা বলে এলাকাবাসীর বক্তব্য।

পালন করা এবং বাচ্চাদের সব দায়িত্ব নেওয়া। (৫) মদ, সিগারেট খাওয়া। মহিলারা পুরুষদের যৌনতার বাতী দেন। (৬) কোনও মহিলারা যৌন হেনস্থার অভিযোগে যদি শারীরিক ক্ষতির তেমন চিহ্ন না মেলে, তাহলে এমনও হতে পারে, সেই মহিলার সম্মতিতেই যৌনতা হয়েছে। এই মন্তব্যগুলির পরেই প্রতিবাদের বাড় ওঠে আইনের অঙ্গনেই। সূপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, কোনও আদালতই যেন কোনও মামলার এই ধরনের পিতৃতাত্ত্বিক মন্তব্য না করে। ফের আরও একবার খুনের মামলার সাজা বহাল রাখতে গিয়ে এই ধরনের নির্দেশ দিল সূপ্রিম কোর্ট।

কৌশল

ভূমিকা থাকবে বলা কষ্ট। তাছাড়া, আগামী ৫ বৎসরে কংগ্রেস ও সিপিএম এর সাংগঠনিক অবসান কোন পর্যায়ে থাকবে-তা অনেকটাই নির্ভর করবে ক্ষমতাসীন বিজেপি দল রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কতটুকু ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে পারছে। যদি বিজেপি সরকার জনমুখী হয়, তাহলে কংগ্রেস-সিপিএম দুটি দলই অনেক দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য হয়তো। আর কয়েক মাস পরে বিজেপি দল ৩২ আসন আরথেকে ৩৩ এ পা দিতেই পারে, তবে এবার ক্ষমতাসীন সরকারে থেকেও শাস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতেই হবে বিজেপি সরকারকে। সেটাকে মাথায় রেখেই বামগ্রেন্স একটু ল্যাঞ্জে খেলতে চাইছে। তারই প্রাথমিক ধাপ-অধ্যক্ষ পদে লড়াই করার ঘোষণা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি স্বজন হারানোর ব্যথা বুঝেন, আমি আপনার কাছে হত্যাকারীদের বিচার চাই। যারা আমার স্বামীকে হত্যা করলে তাদের বিচার পেলে আমি একটু শান্তি পাবো। আমার সন্তানরা বাবার আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো। সিরাজদিখান থানার (ওসি) একে এম মিজানুল হক বলেন, এ ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে একটি বৃদ্ধ মামলা রুজু করা হয়েছে। হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।



টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর সদর দফতর হল জেনিভায়। গত বছর মার্চে ভারত এই এরিয়া অফিস গড়ে তোলার জন্যে আইটিইউ-এর সঙ্গে চুক্তি বন্ধ হয়। নতুন আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন এরিয়া অফিস এবং ইনোভেশন সেন্টার নতুন দিল্লি থেকে কাজ করবে এবং ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান এবং ইরানকে সেবা প্রদান করবে।

খোয়াইয়ে ১০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প

খোয়াই প্রতিনিধি ২২শে মার্চ..... সংস্কৃতির শহর হিসেবে পরিচিত রয়েছে খোয়াই এই খোয়াই শহরকে আধুনিক ও উন্নত মানের শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে এসেছেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় অতি দ্রুত খোয়াই শহরকে আধুনিক ও উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে। এই তথ্য জানান খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবশীষ নাথশর্মা। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের তিনজনের এক প্রতিনিধি দল সহ রাজ্যের আরবান ডেভেলপমেন্টের আরো ১২ জনকে নিয়ে মোট ১৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল বৃথবার ২২শে মার্চ দুপুরে খোয়াই শহরের বিভিন্ন প্রস্তুতি জায়গা গুলি সরজমিনে পরিদর্শন করেন। খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবশীষ নাথ শর্মার নেতৃত্বে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর প্রতিনিধি দল ঘুরে ঘুরে সমস্ত জায়গা গুলি পরিদর্শন করেন এবং সমস্ত জায়গার তথ্য কাগজ কলমে বুঝে নেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সহ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি দলের সাথে সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন সংবাদমাধ্যমের স্থানীয় প্রতিনিধিরাও। ১০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা রয়েছে খোয়াই শহরকে সাজিয়ে তোলার ব্যাপারে। এর মধ্যে প্রথম দফায় ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার কাজ শুরু হবে। কাজ হবে তিনটি বিষয়ের উপর পানীয় জলের সমস্যার সমাধান, শহরের জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন সমস্যার সমাধান, পাশাপাশি রয়েছে উন্নতমানের রাস্তা তৈরি করা ও শহরকে সৌন্দর্যায়ন করে তোলা। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের তিন প্রতিনিধিরা হলেন পানীয় জল এক্সপার্ট গোবিন্দ সিং রাঠোর, পরিবেশ বিষয়ক মনীষা তেলাং এবং আত্মসমাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যাপার কালিশংকর ঘোষ। প্রথম দফায় রাস্তা সংস্কার হবে ১.৫ কিলোমিটার কভার ড্রেন হবে ১.৭ কিলোমিটার। এছাড়াও ১০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা রয়েছে খোয়াই শহরের নুপেন চক্রবর্তী এভিনিউ ও বিবেকানন্দ চৌমুহনী সৌন্দর্যায়ন করা হবে। ২০০৬ সালে খোয়াই শহরে স্থাপিত হওয়া ১০ লক্ষ গ্যালন সম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি ও প্রতিনিধির দলের সদস্যরা পরিদর্শন করেন। খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবশীষ নাথ শর্মা আরো জানান শহরের দ্বিতীয় দফায় কাজ হবে সুভাষ পার্ক বাজারের মাছ ও সবজি বাজার কে আরো উন্নতমানের করে গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি শহরের প্রাচীন মন্দির হরিমন্দির কে আরো আধুনিক করে গরে তোলা হবে। এছাড়া তবলা চৌমুহনীতে বয়স্ক এবং শিশুদের জন্য আধুনিক একটি পার্ক তৈরি করা হবে।

Email:ohss2016@gmail.com No. F.2(18)/OHSS/PRINCIPAL/2023/271 Dated, Bishalgarh, the 22nd March 2023 ADMISSION NOTICE	
Application form for admission in Class-I (in English medium) & Class- II to Class- IX (in Bengali medium) at Offcetilla H.S. School, Bishalgarh for the session 2023 2024 will be distributed & collected from 24/03/2023 to 06/04/2023 (11.30 A.M. to 3.00 P.M.) on all working days from the school office by showing the original Birth Certificate.	
The age of the aspirant for Class-I should be 6 to 7 years as on 01/04/2023 (Born between 31/03/2017 & 01/04/2016), both the days are inclusive.	
Admission may be taken through lottery for Class-I to Class- V and Class-VI to Class-IX through Screening Test if needed.	
For more details please go through the school Notice Board.	
(MALAY BHAUMIK) Principal Offcetilla H.S. School Bishalgarh, Sepahijala, Tripura	
ICA/2/2219/23	

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER

নং.F/04.B/Advt./PUB/PRO/AMC/2021

তাং ২২/০৩/২০২৩

-ঃ পুর বিজ্ঞপ্তি :-

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের সুবিধার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে মশা নিধনের জন্য নিয়মিত ফগিং করা হচ্ছে। বর্তমানে পুর নিগমের ৪টি জোনে সপ্তাহে ২ বার নিম্নে উল্লেখিত ওয়ার্ডে নির্ধারিত দিনে ফগিং এর কাজ চলবে।

দিবস	সেন্ট্রাল জোন ওয়ার্ড নং	পূর্ব জোন ওয়ার্ড নং	উত্তর জোন ওয়ার্ড নং	দক্ষিণ জোন ওয়ার্ড নং
সোমবার	১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২২ ও ৩১	০৯, ১০ ও ২১	০১, ০২, ০৩ ও ০৪	৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০
মঙ্গলবার	১৭, ১৮, ১৯, ২২, ৩৪ ও ৩৫	২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬	০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮	৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫
বুধবার	২০, ২২, ৩১ ও ৩৬	২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০	১১, ১২ ও ১৩	৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১
বৃহস্পতিবার	২৩, ৩৪ ও ৩৫	০৯, ১০ ও ২১	০১, ০২, ০৩ ও ০৪	৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০
শুক্রবার	১৪, ১৫, ১৬ ও ৩৬	২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬	০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮	৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫
শনিবার	১৭, ১৮ ও ১৯	২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০	১১, ১২ ও ১৩	৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১

ধন্যবাদান্তে

স্বাঃ-

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম।

No.F.14-294/TW/Stipend/PMS/GL(i)/2022-23/79111-43 Date:- 21/03/2023

NOTIFICATION

Notification is hereby issued for information of all concerned Institutions and ST students who are permanently residing in Tripura and pursuing studies inside and outside "the State to apply for availing ST Pre-Matric and Post-Matric Scholarship (CSS) for the AY/FY 2022-23 through the National Scholarship Portal (NSP), the scheduled timeline are extended for application submission/re-submission (<https://scholarships.gov.in>) as given in table:-

Name of Scheme	Application submission/ re-submission and verification	Extended date/time
Pre-Matric (IX & X) Schoolship	Application submission/registration by ST Students.	Upto 3 rd April, 2023
	Institute level (INO) Verification/ Re-Verification defective application.	Upto 5 th April, 2023
	District Level (DNO) Verification.	Upto 11 th April, 2023
	State Level Verification/approval	Upto 15 th April, 2023
Post-Matric Schoolship	Application submission/Re Submission by ST Students.	Upto 3 rd April, 2023
	Institute level (INO) Verification/ Re-Verification defective application.	Upto 5 th April, 2023
	District Level (DNO) Verification.	Upto 11 th April, 2023
	State Level Verification/approval	Upto 15 th April, 2023

Other terms and condition will remain unchanged.

This Notification should be brought to the notice of students by all the respective Head of the Institutions/ Principals/ District Welfare Officers/ District Education Officers and Sub-Divisional Welfare Officers. The concerned **District Nodal Officers(DNOs)** are hereby instructed to inform the concerned **Institute Nodal Officers(INOs) or Students** to submit/ re-submit their application through National Scholarship Portal (NSP) and also to submit their (*students studying outside state*) hard copy of documents (uploaded in NSP) to the concerned District Education Officer(DEO/DNO) within the stipulated date/time. The Tribal Welfare Department will not be held responsible if the concerned DNOS/INOS/Students fail to do the aforesaid task within the stipulated date/ time as mentioned in table above.

Steps to be followed by student :

1. Application submission/registration and defective application re-submission by the



টিপস-এর প্রয়াস

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সেস (টিআইপিএস)প্রেস রিলিজ ওয়ার্ল...আমিগ্লসরকারের সাথে একটি যৌথ উদ্যোগ। ত্রিপুরার আমতলী, জাপান, ত্রিপুরা (পশ্চিম)প্রেস রিলিজ ২৩শে মার্চ ২০২৩বিশ্ব অপটোমেট্রি দিবস উদযাপনত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সেস (টিআইপিএস), স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে একটি যৌথ উদ্যোগ এবং পরিবার কল্যাণ, সরকার ত্রিপুরার, ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং নর্থ ইস্ট ভারতের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান,বর্তমানে অ্যালাইড হেলথ কেয়ার ক্ষেত্রে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স অফার করছেত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং ইন্ডিয়া র অধিভুক্তির অধীনে বিজ্ঞান (প্যারামেডিক্যাল) এবং নার্সিং কউন্সিল অ্যামরা সবাই ২৩ শে মার্চ তারিখের সাথে পরিচিত যা বিশ্ব অপটোমেট্রি দিবস হিসাবে পালিত হয়। এটি একটিচোখের যন্ত্রের একটি প্রধান পেশা এবং অসংশোধিত মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর আলোকপাত করার সুযোগপ্রতিসরণ ক্রটি যা দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণ। তারা প্রায়ই হারানো শিক্ষা এবং ফলাফলকর্মসংস্থানের সুযোগ, নিম্ন উত্পাদনশীলতা এবং জীবনের মান খারাপ। বৈশ্বিক

অনুমান তাই ইঙ্গিত করেবিশ্বের ২.৩ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ প্রতিসরণ ক্রটির কারণে দুর্বল দৃষ্টিতে ভুগছে; যার মধ্যে ৬৭০টিমিলিয়ন মানুষ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হিসাবে বিবেচিত হয় কারণ তাদের সংশোধনমূলক চিকিৎসার অ্যাক্সেস নেই। অপটোমেট্রির ক্ষেত্রে, আমরা অনেক উপায়ে পরীক্ষা করছি যেমন ব্যাপক চক্ষু পরীক্ষা, শিশুর চোখের যত্ন, জেরিয়াটিক চোখের যত্ন, চোখের বিভিন্ন রোগ এবং ব্যাথিগুলির চিকিৎসা এই বছর বিশ্ব অপটোমেট্রি দিবস, ২০২৩ একটি নীতিবাক্য দিয়ে সম্বোধন করা হবে 'চক্ষু বাঁচান, সমাজ বাঁচান' অপটোমেট্রি বিভাগ, টিআইপিএস গত বহু বছর ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এইভাবে এটি গ্রহণ করেবিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান, ওয়াক-এ-থন, হেলথ ক্যাম্প, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি এইভাবে তাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে জনসংখ্যার প্রতিটি অংশের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রচার করে।এই বছরও অপটোমেট্রি বিভাগ, টিপস দ্বারা একটি সিরিজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে যাতে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো যায় যাতে তাদের সঠিক চোখের যন্ত্রের গুরুত্ব প্রচার করা যায়।২৩শে মার্চ সকালে ওএনজিসি আগরতলা থেকে

‘অপ্টোমেট্রির বিষয়ে সচেতনতা র্যালি’র আয়োজন করা হয়েছে, গেট নং। সকাল ৮টা টিপস ক্যাম্পাসে যেখানে ওএনজিসি, ত্রিপুরা আসেস্টের প্রতিনিধি সহঅন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশের উদ্বোধন করবেন।এর পরে টিআইপিএস ক্যাম্পাসে একটি জাতীয় স্তরের সেমিনারের আয়োজন করা হবে যেখানে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তির যেমন ডাঃ পারুল দীপ চাকমা, গ্লুকোমা বিশেষজ্ঞ, এজিএমসি, ডাঃ অভিজিৎ রায়, সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষুবিদ্যা বিভাগ, এজিএমসি এবং এলভি প্রসাদ আই-এর প্রতিনিধিরা। হাসপাতাল, হায়দ্রাবাদ এবং ডাঃ আগরওয়াল চক্ষু হাসপাতাল, চেন্নাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে এবং অপটোমেট্রির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আলোকিত করবে।ওএনজিসি-তে অপটোমেট্রি টিপস বিভাগ দ্বারা আগামী সপ্তাহে একটি মেগা স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করা হবে। ক্যাম্পাস, ত্রিপুরা সম্পদ উদযাপন উপলক্ষে, আমাদের অপটোমেট্রি পাস আউটছাত্ররা বর্তমানে জুব্র প্রসাদ চক্ষু হাসপাতাল, ডাঃ আগরওয়ারের চক্ষু হাসপাতাল, শঙ্কর নেত্রালয়...আগা আনেক কিছু মতো বিখ্যাত চোখের যত্ন ব্র্যান্ডগুলিকে পরিসেবা দিচ্ছেবিশেষে। টিপস এর ক্যাম্পাসে অপটোমেট্রি এবং মিজিঙথেরাপিতে বিনামূল্যে ওপিডি পরিসেবা প্রদান করে।

বায়রন বিশ্বাসকে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় জৈনকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেসের সন্য নির্বাচিত বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসকে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি জানানেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। অধীর চৌধুরীকে তাঁর প্রশ্ন, “রাজনীতিকে কোথায় নামাচ্ছে কংগ্রেস?” বিধলনে বিজেপি-সিপিএমকেও বুধবার বিধায়ক পদে শপথ নেওয়ার কথা বায়রন বিশ্বাসের। তাঁর আগেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে বায়রন বিশ্বাসকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, “অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বায়রন বিশ্বাস। প্রয়োজনে শপথের জন্য

বিধানসভা যাওয়ার পথে ওনাকে গ্রেফতার করা হোক। উনি তৃণমূল নেতাকে মা ও বোন তুলে যে কথা বলেছেন তারপর উনি মুক্তভাবে ঘুরতে পারেন না।” প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে উদ্দেশ করে কুণাল বলেন, “আপনি কি বায়রন বিশ্বাসের মন্তব্যের সমর্থন করেন? যদি না করেন, তাহলে ক্ষমা চান। অন্যথায় ধরে নিতে হবে, আপনারা ওনার মন্তব্যের সমর্থক।” শুধু কংগ্রেস নয়, বামেরদেরও ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেন কুণাল ঘোষ। তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কৌশলিত বাগচীর মন্তব্যও। ঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েক আগে। সাগর দাশি বিধানসভা উপনির্বাচনের দিন ধূলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান

মেহেবুব আলম ও তৃণমূল নেতা সঞ্জয় জৈন বোখারার একটি বুথের ভিতর প্রবেশ করে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস ফোন করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সঞ্জয় জৈনকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

গত রবিবার বিকেলে ধূলিয়ান ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সঞ্জয় জৈনের বাড়ি তে চড়াও হন বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস বলেও দাবি করা হয়েছে। সেই অভিযোগের জেরে সাময়িকগঞ্জ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ অবস্থানে শামিল হন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

সিভিক পুলিশ থেকে সংস্থার ডিরেক্টর শান্তনু-‘ঘনিষ্ঠ’ হাজির ইডির দফতরে

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : বুধবার তলব পেয়ে শান্তনু-‘ঘনিষ্ঠ’ নিলয় মালিক সন্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নথিপত্র হাতে হাজির হন। সিভিক পুলিশ থেকে একটি প্রোমোটিং সংস্থার ডিরেক্টর হয়ে গিয়েছিলেন নিলয়। নিয়োগ দুর্নীতিতে থেফতার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঘনিষ্ঠ’ বলে পরিচিত নিলয়ের সেই প্রোমোটিং সংস্থার আরেক অংশীদার ছিলেন শান্তনুর স্ত্রী। এমনই জানা

গিয়েছিল ইডি সূত্রে। কিন্তু গত দেড় বছরে হঠাৎই বদলে যায় দু’জনের সম্পর্কের সমীকরণ। হুগলির তৎকালীন তৃণমূল নেতা (অধুনা বহিষ্কৃত) শান্তনুর স্ত্রীর সংস্থা থেকে নাম সরে যায় নিলয়ের। ইডি জানতে পেরেছিল, তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট হুদাতা ছিল। সেই সুসম্পর্ক থেকেই শান্তনুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার প্রোমোটিংয়ের ব্যবসায় অন্যতম অংশীদার হয়েছিলেন নিলয়। তাঁর নামে গাড়ি এমনকি, সম্পত্তিও

কিনেছিলেন শান্তনু। যদিও ইডির কাছে নিলয় দাবি করেছেন, শান্তনুর সঙ্গে অতীতে তাঁর সুসম্পর্ক থাকলেও গত দেড় বছর ধরে তিক্ততা তৈরি হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, নিলয়কে এর আগে বলাগড়ে শান্তনুর রিসর্টে ডেকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তদন্তকারীরা। তবে সেদিন খুব বেশি কথা হয়নি। পরে ইডিই তাঁকে ডেকে পাঠায় সিজিওতে। ইডি সূত্রে খবর, শান্তনুর স্ত্রীর সংস্থায় ডিরেক্টর থাকাকালীন যে সমস্ত নথি নিলয়ের কাছে ছিল, তা দেখাতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই সব নথিই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিনি। গত ১৮ মার্চ হুগলির বলাগড়ে শান্তনুর রিসর্টে তল্লাশি চালান ইডির তদন্তকারীরা। শান্তনু-ঘনিষ্ঠ নিলয় এবং বিশ্বরূপ প্রামাণিককে সেখানে ডেকে পাঠান ইডির তদন্তকারীরা।

রিসর্টেই তাঁদের শান্তনুর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নানা প্রশ্ন করা হয়। ইডি সূত্রে খবর, শান্তনু এক সময় নিলয়ের নামে একটি গাড়ি কিনেছিলেন। সে বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। সূত্রে খবর, শান্তনুর নিজের একটি থালা রয়েছে। নিলয়ও একটি থালা বুলেছেন। এই ধাবাকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে দুর্ভেদ তৈরি হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দেড় মাস আগেও সিভিক পুলিশের চাকরিটি ছিল নিলয়ের। তবে তার পর তিনি ওই চাকরি ছেড়ে দেন।

সল্টলেকে ফের উদ্ধার মাদক, দু’টি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করল এসটিএফ

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি.স.) : সল্টলেক থেকে আবারও উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে মাদক। রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিধাননগরের নওভাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দু’টি বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে।

ওই গাড়িগুলির মধ্যে থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রায় ২ কিলোগ্রাম হেরোইন। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত্রে নওভাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দু’টি বিলাসবহুল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তদন্তকারীরা। সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তদন্তকারীরা প্রচুর কাগজের পুরিয়া পান। ওই পুরিয়ার মধ্যে রাখা ছিল হেরোইন। মোট ৩০ হাজার হেরোইনের পুরিয়া গাড়ি দু’টি থেকে উদ্ধার করেন পুলিশ। যার ওজন প্রায় দেড় কেজি। পাশাপাশি, আলাদা করে আরও এক প্যাকেট মাদক উদ্ধার করা হয়। সেখানে আরও ৫০০ গ্রাম হেরোইন ছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। সব মিলিয়ে মোট উদ্ধারকৃত মাদকের পরিমাণ ২ কেজি।

নিয়োগ দুর্নীতির জটিল আবহে চাকরি নিয়ে মদন মিত্রের বিতর্কিত মন্তব্য

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : আগামী দিনেও পারলে ফের তৃণমূলকর্মীদের চাকরি দেবেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির জটিল আবহে সামাজিক মাধ্যমে বুধবার এই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডকে ঘিরে উত্তাল গোটা বাংলা। শাসকদলের নেতা থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী, জড়িয়ে একাধিক প্রভাবশালীর নাম। সেই তাঁর দাবি, সিপিএম কয়েক কোটি বেকার রেখে চলে গিয়েছে।

তৃণমূলের লোকজন সিপিএম-এর আমলে চাকরি পাননি। এই পরিস্থিতিতে তিনি বলেন, ‘আমাদের বহু ছেলে সিপিএম-এর ৩৪ বছরে চাকরি পায়নি। কয়েক কোটি বেকার রেখে সিপিএম চলে গিয়েছিল। বেকার কি চিরকাল বেকার থাকবে? নিয়ম-নীতি মেনে, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়, যোগ্যতমদের বঞ্চিত না করে যদি তৃণমূল কর্মীদের চাকরি দেওয়া হয়, সেটা অন্যায় নয়। আবার চাকরি দেব।’ শুধু তাই নয়, ‘২০০২ থেকে ৩৪ বছর ধরে সিপিএম চাকরি দিয়ে এসেছে। দিল্লিতে বিজেপি একতরফা করে যাচ্ছে। আর তৃণমূলের কর্মীরা চাকরি পাবেন না! আমি সুযোগ পেলে আবার তৃণমূলকর্মীদের চাকরি দেব।’

এদিকে মদনের প্রতিক্রিয়া, আগামী দিনেও পারলে ফের তৃণমূলকর্মীদের চাকরি দেবেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির আবহে সামাজিক মাধ্যমে এই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র। এই মন্তব্যে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া চাইলে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সূজন চক্রবর্তী বলেন, ‘মদনবাবুর কথায় উত্তর দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। হলফনামা দিয়ে তৃণমূল বলেই দিক না! শিক্ষামন্ত্রী তো আরও খারাপ কথা বকেছেন।’

বলেছেন, আইনি কোটায় যাকে খুশি চাকরি দিতে পারেন। অর্থাৎ তৃণমূলের হয়ে যারা মিটিং-মিছিল করে, তাঁদের চাকরি দেবেন। চাকরি তো মিলছে টাকা দিয়ে। এখানে নিয়োগের কী আছে। টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া কি নিয়োগ? লাজ-লজ্জা থাকলে মাথা নিচু করে, কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখা উচিত ছিল। আসলে দলে ক্ষমতা প্রমাণ করছে।’ এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, সূজন চক্রবর্তী কী ভাবে নিজের দলকে প্রাসঙ্গিক করবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। ৩৪ বছর সিপিএম-কে দেখেছেন মানুষ। তাদের তোষণ-শোষণ দেখেছেন। তাদের থেকে রক্ষা পেতেই তৃণমূলকে আনা হয়। মদন যা বলছেন ঠিকই। নিয়ম-নীতি কী? তৃণমূলের নিয়ম-নীতি, সংস্কৃতি যে, নিজের দলের কর্মীদের থেকে ৮-১০ লক্ষ নিয়ে চাকরি দাও। মেথাকে প্রতারিত করে। সেই কাজই হয়েছে।’

হিন্দু নববর্ষ ও নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ২২ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যের জনগণকে হিন্দু নববর্ষ এবং চৈত্র নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এদিন চৌহান তাঁর টুইট বার্তায় বলেছেন, হিন্দু নববর্ষ বিক্রম সংবত ২০৮০, চৈত্র নবরাত্রি এবং শুভি পোয়ার শুভ উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা। তিনি বলেন, নতুন বছর সবার জন্য মঙ্গলময় হোক এবং জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখ বয়ে আনুক, এই প্রার্থনা দেবী মায়ের কাছে।

অমৃতপালের বাইক খুঁজে পেল পুলিশ, খালিস্তানি নেতা এখনও বেপাত্তা



জলন্ধর, ২২ মার্চ (হি.স.): এখনও বেপাত্তা খালিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং। গত ১৮ মার্চ থেকে তাকে হেনো হয়ে খুঁজছে পঞ্জাব পুলিশ। ইতিমধ্যেই অমৃতপালের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস এবং জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে পঞ্জাব পুলিশ।

খালিস্তানি নেতাকে খুঁজে বার করতে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সাহায্যও নিচ্ছে তারা। এরইমধ্যে অমৃতপালের মোটরবাইক খুঁজে পেল পঞ্জাব পুলিশ। জলন্ধরের এসএসপি স্বর্ধদীপ সিং বলেছেন, “ওয়ারিস পঞ্জাব দে”-এর প্রধান অমৃতপাল সিং যে বাইকে করে পালিয়েছিল, সেটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার আবার অমৃতপালের জলন্ধরের বাড়িতে যা পঞ্জাব পুলিশ। জলন্ধরের জাল্লুর খেরা গ্রামে অমৃতপালের বাড়ি।

কোথায় উধাও হয়ে গেল অমৃতপাল, এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পঞ্জাব পুলিশের মধ্যে। পঞ্জাব পুলিশকে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া অমৃতপালের পালিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিও। সেই ভিডিওতে তাঁকে একটি বাইকে চেপে পালাতে দেখা যায়। সেই বাইকটি পুলিশ খুঁজে পেলেও অমৃতপাল এখনও নিখোঁজ।

ভারতের জন্য টেলিকম প্রযুক্তি শুধুমাত্র শক্তির ধরণ নয়, ক্ষমতায়নের একটি মিশন : প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : ভারতের জন্য টেলিকম প্রযুক্তি শুধুমাত্র শক্তির ধরণই নয়, ক্ষমতায়নের একটি মিশনও। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত ১২০ দিনের মধ্যে ১২৫টিরও বেশি শহরে ৫জি সংযোগ চালু করেছে। ভাড়া আসন্ন বছরগুলিতে ১০০ ৫জি ল্যাব স্থাপন করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নতুন দিল্লিতে নতুন আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এরিয়া অফিস এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের সূচনা করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ এই সংস্থা আইটিইউ-এর সদর দফতর হল জেনিভায়। গত বছর মার্চে ভারত এই এরিয়া অফিস গড়ে তোলার

ভারত যখন ট্রায়েরটির সভাপতিত্ব করছে, তখন আমাদের অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি হল আঞ্চলিক বিভাজন কমানো। দক্ষিণ গোলাধ্রু প্রযুক্তিগত বিভাজন দূর করার জন্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। আইটিইউ এরিয়া অফিস এবং ইনোভেশন সেন্টারও এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

৭৮,৮০০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করলেন কৈলাশ গেহলট

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির বাজেট পেশ করলেন সে রাজ্যের নতুন অর্থমন্ত্রী কৈলাশ গেহলট। বুধবার দিল্লি বিধানসভায় দিল্লি সরকারের নবম বাজেট পেশ করলেন দিল্লির অর্থমন্ত্রী কৈলাশ গেহলট। ৭৮,৮০০ কোটির বাজেট পেশ করে কৈলাশ গেহলট বলেছেন, এই বাজেট পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং আধুনিক দিল্লিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। বাজেট পেশ করার সময় দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় ধৃত মনীশ সিনোদিয়াকে স্মরণ করেছেন কৈলাশ গেহলট।

সিনোদিয়াকে দাদা আখ্যা দিয়ে কৈলাশ বলেছেন, ‘মনীশ সিনোদিয়া এই বাজেট পেশ করলে আমি আরও বেশি খুশি হতাম, তিনি আমার বড় ভাই। আমি নিশ্চিত সমগ্র বিশ্বের শিশুদের শুভেচ্ছা মণীশ সিনোদিয়ার সঙ্গে রয়েছে। এটি দিল্লি সরকারের নবম বাজেট এবং আমার প্রথম।’ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৭৮,৮০০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন কৈলাশ গেহলট। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দিল্লি সরকারের বাজেটের আকার ছিল ৭৫,৮০০ কোটি টাকা এবং তার

আগের বছরে ৬৯,০০০ কোটি টাকা। কৈলাশ গেহলট এদিন বলেছেন, ‘দিল্লি মেট্রোর নেটওয়ার্ক ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে বাসের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৩৭৯, যা সর্বোচ্চ। এখন দিল্লিকে তিরঙ্গার শহর বানিয়েছে সরকার। আসন্ন বাজেট দিল্লির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা জি-২০ আয়োজন করছি। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দিল্লি সরকারের বাজেটের আকার ছিল ৭৫,৮০০ কোটি টাকা এবং তার

হাওড়ায় কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে জখম ৬

হাওড়া, ২২ মার্চ (হি.স.) : হাওড়ার মালিগাঁচঘরায় একটি কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে জখম ৬ শ্রমিক। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জখম শ্রমিকদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মালিগাঁচঘরার থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার মালিগাঁচঘরার থানার ঘুসুড়ি এলাকায় একটি কারখানায় বিকট শব্দে গ্যাস

সিলিন্ডার ফেটে যায় বুধবার সকালে। বিস্ফোরণের শব্দের অভিঘাতে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন আহত হয়েছেন ৬ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর। প্রথমে আহত ৬ জনকে টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাওড়ায় জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা

হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিগাঁচঘরার থানার পুলিশ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করে। স্থানীয়রা জানান, ওই কারখানায় লোহা কাটার কাজ হয়। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। সেই সময় শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। আহত শ্রমিকদের মধ্যে একজনের পা কেটে যায়। আরও একজনের কোমরে গুরুতর আঘাত হয়েছে। এই ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও গাফিলতি ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ডাকঘরে পোস্টমাস্টারের অস্বাভাবিক মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ২২ মার্চ (হি. স.) : ডাকঘরের মধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক পোস্ট মাস্টারের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ থানার হরিহর পাড়া। থানার প্রতাপপুরে। প্রতাপপুর পোস্ট অফিসের মধ্যেই পোস্টমাস্টারের বুলন্ড দেহ দেখে চাক্ষুষ ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম প্রদুং তেওয়ারি ওরফে তপু (৫০) বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, তিনি আত্মঘাতী

হয়েছেন। ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানা পুলিশ। তবে সুইসাইড নোট ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। নিজেই নির্দেশাবলি দাবি করে তিনি এক প্রোমোটারের কাছে লক্ষাধিক টাকা পাবেন বলে সুইসাইড নোটে লিখেছেন। মৃত্যুর পর নিজের সন্তানকে চাকরি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ওই সুইসাইড নোটে। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকার

প্রচুর মানুষের হাজার হাজার টাকা পোস্ট অফিসে জমা দেওয়ার নাম করে তিনি আত্মহত্য করেছিলেন। সেই টাকার প্রকল্প মোয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ে ফেরত না পাওয়ার কারণে ক্রোধ চাপ বাড়ছিল তাঁর উপর। সে কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। এদিকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বহরমগুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মমতার পূজো দেওয়ার কথা, তার মধ্যেই জগন্নাথ মন্দির বন্ধের ঘোষণা

পুরী, ২২ মার্চ (হি. স.) : বুধবার বন্ধ থাকবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির। এদিকে, এদিনই মন্দিরে পূজো দেওয়ার কথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

জানা গিয়েছে, এদিন চার ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে মন্দিরের দরজা। ভক্তদের সে সময় প্রবেশ নিষিদ্ধ। মূলত “বানাকা লাগি” অর্থাৎ বিগ্রহের শৃঙ্গার আচার পালনের জন্যই গর্ভগৃহ বন্ধ করে রাখা হবে। ফলে মমতা

আগে মন্দির কমিটির দর্শন বন্ধের এই ঘোষণা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার বিশেষ রীতি পালনের জন্য বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শন বন্ধ থাকবে। চৈত্র মাসের প্রতিপদের দিন এই “বানাকা লাগি” রীতি পালিত হয় পুরীর মন্দিরে।

বুধবার প্রতিপদ পড়ায় ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার শৃঙ্গার করা হবে। আর সে

কারণেই চার ঘণ্টার জন্য ভক্তদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না জগন্নাথমন্দির। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে মমতাকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল সেবায়োত্ব তদেব একাংশের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে কার্যত হইচই পড়ে গিয়েছিল দেশজুড়ে। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখন ভগবান জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করতে যান সেটাই এখন দেখার।



সম্পাদকীয় কলমে...

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

পাক- চীনকে জবাব
দিতে প্রস্তুত ভারত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দা দফতর প্রতি বছরই বিদেশে কোন প্রাপ্ত হিংসাকার কার্যকলাপ হইতে পারে, সেই সংক্রান্ত একটি করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করে। অন্যান্য বছরের মত এবারও আমেরিকা সেই রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে, কাম্বোডিয়ায় অস্থিতিশীলতা, সমস্যা হ্রাসবার কারণে দুই দেশের সীমান্ত পরিস্থিতি খুবই স্পর্শকাতর। পাকিস্তান যদি কোনোভাবে ভারতকে বিরক্ত করে, তাহা হইলে কোনো অপেক্ষা ছাড়াই শত্রু সশস্ত্র কক কক জবাব দিতে তৈরি ভারত। সেরেক মতকার পরিলে সামরিক শক্তি ব্যবহার করিয়া পালাটা দিবে ভারত। এখানে দেশ নয়, আরও কিং জনাইয়াছে সেই রিপোর্ট। মার্কিন মুনকের দাবি অনুযায়ী, শুধু পাকিস্তান নয়, চিলেনে সশস্ত্র ভারতের সীমান্ত সংঘাতের কথাও উল্লেখা আিয়াছে মার্কিন রিপোর্টে। গত ২০২০ সালে গালগওয়ান সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে এই দুই দেশ বন্ধবার আলোচনা বসিলেও সীমান্ত সমস্যা মোটোনা সম্বল হয়নি। কিন্তু অনাদিকে ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে চিন যে নিজেদের সক্রিয়তা বাড়াইতেছে, দেশও ভারত মালিয়াছে বন্ধবার। এমনভাবে এই প্রতিবেদন, তাম্রাং সংঘাত জড়াইতে পারে পরলিয়াই আশঙ্কা আমেরিকার। সীমান্তে স্থিতিবস্থা লম্বন করিতে সম্প্রদায় উদ্ভাণী গিচ। তাহাদের কতকগুলি আগ্রাসনের ইচ্ছা বারবার আশান্তি তৈরি হইয়াছে। সীমান্তে ভারত প্রচলণ পড়াইয়াছে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে। ভারতীয় বিশেষ মন্ত্রকের পারলি রিপোর্টে এই বিষয়ই তুলিয়া ধরা হইল। তবে চিন তা আগ্রাসনের পালা কক জবাব দিয়াছে ভারতীয় সেনা।

সেমাবার ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে বিশেষ মন্ত্রক। সেখানে বলা হইয়াছে, ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকেই ভারতীয় সীমান্ত পার হইয়া জমি চুরায়ের চেষ্টা চালিয়েছে চিন। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণেরখার পশ্চিম দিক থেকে এখিকবার হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে। তবে প্রতিবারের পালা ভারত দিয়াছে জবাব। কুটনীতিও আলোচ্য। হোক বা সামরিক সংঘর্ষ-সংস্রান্ত ক্ষেত্রেও ভারত দিতে দেরি হইল। বিশেষ মন্ত্রকের রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে, সীমান্তে শান্তি বজায় রাখিতে বঙ্গবীর চিলেন সঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে ভারত। তবে ক্ষমতা মানিয়াই নিয়াছে, চিলেন সঙ্গ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক খুবই জটিল। সীমান্ত সমস্যা নিয়া এখিকবার বরেক হইলেও শুধু সামান্যসংস্র মিলেন। তবে পর ১৯ বার বৈঠকের পর সীমান্ত থেকে আশিকের সেনা প্রত্যাহার করিতে রাজি হইয়াছিল দুই দেশ রিপোর্টে বলা হইয়াছিল, ভারত-চিন সীমান্তে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িয়াছে। কুটনীতিও আলোচনার মাধ্যমে যদি দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ না মিতে, তাহা হইলে যুদ্ধ অবশ্যপাট। পরমাণু শক্তির দুই দেশ যদি যুদ্ধে জড়িয়া পড়ে, তাহাণ প্রভাব পড়িবে সারা বিশ্বে। তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে বলা হইয়াছে, ভারত-চিন যুদ্ধ কেহিতে সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করিতে তাহারা।

শুরু হল হিন্দু নববর্ষ

শেখের প্রতিনিধি আপানাদের সকল পাঠককে শুভ হিন্দু নববর্ষ ২০১৮। ২২রা উৎসব থেকে শুরু হচ্ছে নতুন সন। বিক্রম সবচেয়ে প্রথম তারিখটিও সারা দেশে এসেছিল শুধুবেশে পালিত হয় গুড়ি পাওয়া এবং উদ্দিপা নাম। এখানে আপনাদের ভারতীয় সবচেয়ে অর্থাৎ পঞ্চম এবং হিন্দু ক্যালেন্ডার অর্থাৎ বিক্রম সবচেয়ে মধো মৌলিক পার্থক্য বোঝা উচিত। ভারতের জাতীয় পঞ্জিকা হল শক সবচেয়ে, যেখানে চৈত্র, উৎসব, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি বিক্রমের নববর্ষ অনুযায়ী পালিত হয় পশ্চিমা বিশ্ব আজ আমাদের জীবনধারণার উপর ভিত্তি প্রচল ফেলেছে। ওজন, মুদ্রা এবং গণনা থেকে তারিখ এবং সময় পঞ্জি, আমরা পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে এবং গণনা করে আমাদের মধো অনেকের ১লা জন্মারিবার নববর্ষ উপাখ্যাপন করে। যেখানে ভারতীয় বা হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, সব সবচেয়ে অর্থাৎ নববর্ষ শুরু হয় চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ থেকে, যা ইংরেজি মাস নবম্বরী মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বিক্রম সবচেয়ে স সমস্ত ভারতীয় ক্যালেন্ডারগুলি সূর্য্যোদয় চক্রের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। কোনো কোনোভাবে, বিশেষ প্রায় সব ক্যালেন্ডারের গুড়ি ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে বলে মনে হবে। ভারতের ব্রাহ্মিন মাস ক্যালেন্ডারের প্রায় সবচেয়ে মধোবিশ্ব বিবেচনা করা হয় যেটি খ্রিস্টপূর্ব বাট সামন্তত মধো উদ্ভূত হয় তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বর্তমান প্রবর্তা হল বিক্রম সবচেয়ে বা হিন্দু ক্যালেন্ডার নামে পরিচিত হিন্দু নববর্ষও পালিত হয় ইরান সবচেয়ে অনুসারে। হিন্দু ক্যালেন্ডার শুধু ক্যালেন্ডার মাস শাকবর্ষ বিক্রমাদিত্য। যেখানে বছরে বারো মাস এবং সপ্তাহে সাত দিন নির্ধারিত ছিল বিক্রম সবচেয়ে নব সবচেয়ে নামেও পরিচিত। সৌর, চন্দ্র, নক্ষত্র, শবন ও অধীশাসন পাঁচ প্রকার সবচেয়ে নামেও হিন্দু ক্যালেন্ডারে, সৌর বছরে বারো মাসের উপর ভিত্তি মাস রাখা হয়েছে। যেখানে একটি বছর ৩৬৫ দিনের। চান্দ্র বছরের মাসগুলি হল চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, অষাঢ়, এবং ওশন নামক এবং সৌর বছরে চৈত্রের নামকরণ করা হয়েছে। একই চান্দ্র বছরে ৩৫৪ দিন সময়কাল হয় এবং সৌর বছরে তুনায়র যদি দশ দিন বাড়তে থাকে এবং এই বর্ধিত দিনগুলোকে অধীমান কালা হয়। আজ, এছাড়া আমরা আমাদের ক্যালেন্ডার এবং সময় গণনা ছেড়ে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করছি কিন্তু তারও কিছু একটু কমেন। আমাদের শবন শুভকাজ, তা উৎসব, উৎসব, বৈশাখ ইত্যাদি হোক, যে কোন কালা বা মূর্ত্তি হোক ক্যালেন্ডার অনুসারে সম্পন্ন হয়। চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ হল হিন্দু নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ ক্যালেন্ডার, এই দিনটি হিন্দু ধর্মোত্তম নবরাত্রি শুক্ল হয় যেখানে দেবী দুর্গা পাখানা কালা হয়, এই শুভদিনালা ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন মরারপ্তি এবং অন্ত্রদেশের উদ্দিপা যা হিন্দু ধর্মের বিশিষ্ট অনুসারে, বিশেষ প্রকাজী আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টি শুক্ল করেছিলেন, সেই দিল্লিকে আমাদের বিক্রম পঞ্জি হিসাবে ব্যবহাণা হয় পুরান অনুসারে, চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ পথিতবে দেবদেবের কাজ ভাগ কালা হয়েছিল এবং সকলেরই শক্তি দিয়ে বিশ্বদ্রাণ্ডা বিচারিত্য পালন করা আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। এই কারণেই এই দিনটি হিন্দু ধর্মোত্তম শুক্লপূর্ণ এবং এই দিন থেকে হিন্দু বছরের শুরু বলে মনে করা হয়। ১৫ মার্চ ২০২০ থেকে ভারতীয় নববর্ষের বিক্রম সবচেয়ে ২০১৭ শুরু হবে। বিক্রম সবচেয়ে ২০১৮ চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ সময় ২১ এপ্রিল ২০১৭ মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। এই নতুন বছর বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে, তাই বুধকে তার অধিপতি বলে মনে করা হয়। গোয়া এবং কোলারার কোব্বার সম্প্রদায় অথবা সম্ভারসার পনজো হিসাবে উদ্ভাখন করা, কালীকে এই উত্তম উদ্দিপা, শুদ্ধ প্রদোষ এবং ভোজদ্রাণ্ডা শুড়ি পাদওয়া উদ্দিপা হিসাবে, কালীমীর হিন্দুরা এই দিনটিকে নববর্ষ হিসাবে পালন করে এবং মহাবিশ্বকে এই দিনটিকে সাজিয়ে নানা পানবা বা মেহেটা নামে পরিচিত। রোহণ্ডা উদ্ভাখন করা হয় হিন্দু নববর্ষের ইতিহাস বিক্রমাদিত্যের সাথে জড়িত। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে, বিক্রমাদিত্য শকদের ভারতে ক্রমাগত আক্রমণ বলাকার জন্য সনপঞ্জাঙ্কে একত্রিকরণ করেছিলেন এবং ৫৭ খ্রিস্টপূর্ব থেকে তার নিজের আরবে শমশের পঞ্জিকা করে একটি অভূতপূর্ব বিশেষ অর্জন করেছিলেন। এই বীর বিক্রমাদিত্যের বিজয়ের স্মরণে, এই পঞ্জা পচিলিত হয়েছিল যা দিল্লিস সাম্রাজ্য পৃথ্বীয়ার চৌহানের সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত ছিল, মুলান এবং ব্রিটিশা তারের নিষ্প ক্যালেন্ডার ভারতে চাপিয়েছিল অযাতিভাষা পর ভেটকালী সবকায় ও হাজার বছরের প্রতীনি ব্রেক্ট্রিন ও নির্ভুল ক্যালেন্ডারকে উপেক্ষা করে ধানিরপনজাঙ্ক নামে শক সবচেয়ে কাজীরা ক্যালেন্ডার যোগ্য করে। সরকারের উদ্দেশ্য যা হোক না নেন, ভারতীয় জনগণ এবং তাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাস এখনও বিক্রম সবচেয়ে সাথে জড়িত। ২০২২ সালে হিন্দু নববর্ষ কলং পুর্নিম নববর্ষ শুক্ল হয় হোলি পরের দিন, যেখানে থেকে শুক্ল হয় নতুন বিক্রম সবচেয়ে। যদি আমরা হিন্দু নববর্ষ বিক্রম সবচেয়ে ২০১৯ সম্পর্কে কথা বলি, তাহলে এটি চৈত্র মাসের চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে ২ এপ্রিল, ২০২২ পূর্ণিমার ২৫৭ শুক্ল হচ্ছে নতুন বছরের প্রথম দিন হোক বসুন্ধর নববারির তথ্য দিন। ভারতীয় উৎসব, বিবাহ এবং অন্যান্য মুখ্যত, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক সরকারী দপ্তরগুলি হিন্দু নববর্ষের সাথে একটি নতুন অধিবেশন শুরু করে।

প্রতিটি বাড়িতে গড়ে উঠুক ছোট একটি বইঘর

॥ ভাস্কর দাশ ॥



নিম্নে রাষ্ট্রের মানুষকে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বসহকারে আগরতলায় হিরেমালা। ১৯৮১ সালে রচিত শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র পরিসরে অনুরাগীরা সজ্জা করা। শিশু উদ্যান উমাখাঙ্গর কার্কেই প্রাঙ্গণ হয়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আজ মইরুহে পরিণত হয়েছে। এক সন্ধ্যায় আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান বলতে ছিল আত্মীয় পরিজন, পাড়া পড়শি, বন্ধুবান্ধবেরা যারা। একটু স্বচ্ছল পরবর্তীকালে নবজাতককে মুখেভাত বা অন্নপ্রাশন। বাচ্চাদের জন্মান পালন করা ছিল একান্তই ঘরোয়া অনুষ্ঠান। দেশোপাঙ্গ, নতুন করে জীবন জীবিকার মানুসের কীর্তন বাঙাড়া সন্ধানের আয় ছিল সীমিত। মাঝেজে ডে বা বিহাই

বার্ষিকী, ঘাঁটা করে সবগোনে
জন্মান্ন পালনেও কথা কেউ
বাওতেই পালনানো। বিয়ে
বাড়িতে নবদাম্পত্যকে আশ্বিন্দ
করে গৃহস্থালির জিনিসপত্র,
গল্পের বই উপহার দেওয়ারই
প্রচলন ছিল বেশী। গল্পের
বইয়ের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই ছিল
প্রথম পছন্দ। পরিনীতা,
পরিমার্জজ, প্যেবো দাবী,
দেবদাস, নন্দোপাণ্ডা, শ্রীকান্ত
যেন তাদেরই জীবনের ছবি।
রামায়ণ, মহাভারত, সুখে
গড়ফ্যাকা করার উপদেশমূলক
বই, আধ্যাত্মিক বই উপহার
দেওয়ারও প্রচলন ছিল।
গড়ফ্যাকার ফাঁকে শরৎচন্দ্র
কর্তৃত্বান্বিত, বঙ্গীয় সময়ে
কর্তৃত্বেনে তার। বর্তমানে
আধুনিকতার ছোয়ায় এবিধ

উপহার আর দেখা যাবনা।
বিয়েতে বই উপহার দেওয়া
এখন সেকেন্দর, ব্যাকাডেটে।
হাল আমলে বিনাদেনের
উপহার গ্রহণের কোন অভাব নেই।
চাইলে হাতে করে ভেদে বিনাদেনের
কিন্তু উপহারই পাওয়া যায়।
অস্ত্র হাতে নোনা সের্ভেটি বাড়ি
হাড়া কোন বাড়িতেই লাইব্রেরীর
কাজ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক
সময়ে লাইব্রেরী পরিচালিত টাকা
জমা দিয়ে লাইব্রেরীর কার্ড করা
হতো। সেই কার্ড দিয়ে বাবা মা,
সন্তানরা গ্রন্থাগার থেকে পছন্দের
বই আনেন। বই পড়ে
লাইব্রেরীতে জমা দিয়ে আবার
নতুন বই আনেন। ছাত্রাও
বই আনতে তাদের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার থেকে। সে
সবই এখন অতীত। সাহিত্য নয়,

প্রায়ে সবাই এখন কাজের বইয়ের
 পেছনে ছুটছে। অনেককি মনে
 করছি জীবনের পথে কাজে ভড়াইয়ে
 জগতত গেলো এটাই একমাত্র
 পথ। বর্তমানে সামাজিক
 অন্ত্যায়নের সখ্যা অনেক
 বেড়েছে। সেইসব অন্ত্যানে
 আসে নিয়ো আইসব খবরদের
 হাতে তুলে দিচ্ছি নামীদামি নানা
 উপায়ে। দুশের পক্ষে সর্বস্বার
 কংগ্রেস হাছে ছপারের দীর্ঘ
 তালিকাবই এখন দ্রাভ্য। এসব
 সামকে রীতি আচ ঢাঢ়।
 সেকালের বস্তুর ভারে,
 নবপ্রজনের জন্য আমবা কিছুটা
 সেকালের হলে কোনম হয়? বিয়ে,
 বাধা বাধিকী, অমঙ্গল,
 জন্মানি, বাপো ও হংগ্রেজ
 নববর, ঈদ, দাফেইটা, জামাই
 বস্ঠী অবব অন্ত্যানে জমা

সেখারের সঙ্গে একটি বড়োতে
দেখা যেতেপারে। সবাই মিলে
চললো কার্লেই আমরা গড়ে
হুলতে পারি এমন একটি
সমাজিকি। বাঙোবে কয়েক
গড়িই প্রবিত্তি বাড়িবেই গড়ে
উঠতে পারে ছোট। একটি
বইবইরা। নতুন প্রস্তাবনা মধ্যে
যাতে পারে সমাজে
পড়ার আগ্রহ। আমরা জানি গল্প,
কবিতা, কবিতা, নতুন ভুক্তি
চলানো শেকড় ছড়িয়ে আছে
আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই।
আমাদের জীবনে নানা ঘটনা,
আমরা অভিমানে, চাওয়া পায়না, দুঃ
খ দুর্দশার কথা লেখকের বিলুপ্ত
পরিচয়ের মাধ্যমেই আগুটি
ইয়েবার পাঠ্যে। যোগেই ২৪ মার্চ
থেকে হাপানিয়ায় আন্তর্জাতিক
সমাজে প্রাপ্তগে শুরু হবে লেখক
প্রশ্রাব্যকা পাঠকের মিলনে মেলা।
আমাদের উৎসব আমলে
আরওরতলা বইমেলা। সেলার এই
ক'দিন বন্ধুবান্ধব, প্রেমিক
প্রেমিকা, নবযুগ ও বর, নবীন
বীণা, নানা পেশার মানুষ
সমভবেই হবেইমেলায়। তারা
ভাড়া করাবেন স্টলে স্টলে
আমাদের পছন্দের বই কিনতে।
বিভিন্ন সামাজিক অন্তোনে
উপহার দেওয়ার মতো আমরা
সিদ্ধি একেআনোর হাতে তুলে
দিতে পারি একটি পছন্দের বই,
দেখতে বেশ ভালোই হবে। বাঙোবে
ইয়েবারের আয়তন। ফিরে যাই
আমাদের সামাজিক। 'দেমেহের'
আমাদের মূলমামান সত্যে যিয়ের
একটি প্রথা। বিয়েতে স্ত্রীকে
যৌতুক স্বামীর উঠার বা
যৌতুক (নোনাদা), টাকাপয়সা
যৌতুক দেওয়ার পরিবর্তে
বাংলাদেশের এ যুবক-যুবতী
সত্যে গল্পের মতো। সত্যিই
তাই, এই ঘটনা গল্প হলেও
সত্যি।

টিসিএ'র দুর্নীতি নিয়ে ডেপুটেশন

প্রতি
সভাপতি
ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন
আগরতলা

বিষয় : আর্থিক আনিয়ম ও আর্থিক দুরীতি বিষয়ক তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি

মহাশয়,

আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের একজন স্বচ্ছ ও সৎচিহ্ন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যা কিনা আমাদের গর্বের। কিন্তু আপনার ব্যক্তির সভাপতি থাকাকালীন সময়ে অতি সম্প্রতি বেশ কিছু আর্থিক বেনিয়ম ও

সন্দেহভাজন দুর্নীতি আমাদের নজরে এসেছে।

-: আর্থিক বেনিয়ম ও সন্দেহভাজন আর্থিক দুরীতিসমূহ নিম্নরূপ :-

১। ত্রিপুরা মহিলা প্রিমিয়ার লীগে (যে সকল মহিলা ক্রিকেটেরা খেলোছেন তারা এখানে কোন ধরনের পারিশ্রমিক পাননি। অথচ বাইজুস সহ একাধিক স্পনসরের এই টুর্নামেন্টে স্পনসর করেছেন। এই টুর্নামেন্টের ১১০ জন মহিলা ক্রিকেটেরা এখনো পারিশ্রমিক পাননি সে কারণে খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

২। ত্রিপুরা মহিলা প্রিমিয়ার লীগে স্পনসরদের কাছ থেকে কত টাকা পাওয়া গেছে, কত টাকা কিভাবে খরচা হয়েছে সে বিষয়ে স্বতপত্র প্রকাশের দাবী জাচ্ছে।

৩। ত্রিপুরা প্রিমিয়ার মহিলা লীগে ৬৬ টিমের হেডমেষ্টর কারা কারা ছিলেন? ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন কিভাবে এই সকল হেডমেষ্টর বা মালিক কিংবা জেনারেল বডি বিহীনভাবে ৬ টি ক্রিকেট টিমের কর্তৃপক্ষের সাথে যুক্ত করলো সে বিষয়ে তদন্ত প্রচেষ্টা এবং তদন্ত রিপোর্ট রাজ্য ক্রিকেটের স্বার্থে জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবী জাচ্ছে।

৪। এম বি বি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট বসানোর জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে ট্যাকনিকেল অনুমোদনের জন্য কোন বিশেষজ্ঞ টিম গঠিত হয়েছে কি, যেমনটা নড়সিংগড় এলাকায় নির্মিয়মান আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছিল। যদি ট্যাকনিকাল টিম অনুমোদিত না হয় তাহলে ফিন্যান্সিয়াল রুলস অনুযায়ী ২৫ লক্ষ টাকার অধিকমূল্যের Tender আহ্বানের অনুমোদন এলিভিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পর্যায়ে কিসে করা প্রদান করে। অনুরূপভাবে ফিন্যান্সিয়াল রুলস অনুযায়ী এলিভিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পর্যায়ে ৩০ লক্ষ টাকার উপরের টেন্ডার কিসে করে Accept করে। এই সকল আর্থিক বেনিয়াম গুণ্ডরত অপরাধের সামিল। সুতরাং এই ধরনের আর্থিক অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে দুনীতি হয়েছে বলে সন্দেহ বাক্ত হয়।

৫। ফ্লাড লাইট সংক্রান্ত টেন্ডারে কিভাবে হলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারের পরিবর্তে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অনুমোদনসূচক স্বাক্ষর করে সে বিষয়েও তদন্ত সাপেক্ষে রিপোর্ট প্রকাশ করার প্রয়োজন। এই সকল আর্থিক বেনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক দুনীতির ধারণা দৃঢ় হয়।

৬। রাজ্য রঞ্জি টিম সে বিভিন্ন রাজ্য দল খেলোয়ার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবংছত্রের মাত্র দু-তিনটি ক্লাবকেও অত্যাধিকমূল্যায়ণ ওপুঙ্খ প্রদান করে পক্ষপাতীত্ব করা হচ্ছে। রাজ্য ক্রিকেটের স্বার্থে খেলোয়াড় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন। কিন্তু এই পক্ষপাত সূত্বভার অভিযোগের নিষেধে তদন্ত এবং দায়ী দরকার এবং এছত্রেরও তদন্ত সাপেক্ষে রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবী জাচ্ছে।

রাজ্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ আসনে বসে রয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি রাজ্যের মানুষের কাছে স্বচ্ছতার উদাহরন হিসেবে পরিচিত। সুতরাং আপনার কাছে আবেদন আর্থিক দুনীতির প্রমান সাপেক্ষে FIR করার উপরে। গ্রহন করুন এবং আর্থিক বেনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের সত্যাসত্য জনসমক্ষে প্রকাশ করুন। পাশাপাশি রাজদল নির্বাচনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতীত্ব প্রমানিত হলে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করলে বরো প্রত্যাপা রাখছি।

১) রাজেশ বণিক ২) সম্রাট সিং ৩) শুভঙ্কর দেবনাথ ৪) জয় কিশান সাহা ৫) লক্ষণ পাল ৬) দীপায়ন দেববর্মা ৭) প্রীতম দেবনাথ ৮) সমীর দেববর্মা ৯) বাচ্চু মিঞা ১০) দেবব্রত শীল ।

ଭବିଷ୍ୟଂ ପ୍ରତିନିଧି : ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା

সম্পন্ন বাস্তু। এছাড়া বাস্তুশিল্পী পূজা চলাতে ২৭ মাস থেকে ৩১ মাস পর্যন্ত। পূজার তৈরি করতে এমন-এমন শিল্পীর চরম ব্যবস্থাও। এবছর পূজার শিল্পীরা খানিকটা বেড়েছে। বেশ ভালোজানালে মত শিল্পীরা। বৈষ্ণবরা পূজার জন্য প্রাণত্যাগ করতেন। দুর্গাপূজা। আশ্বিন মাসে। কর্তৃকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা হলেও প্রকৃতভাবে এটি অকালবাহিনী। চৈত্র মাসের শুরুতে পূজা। হিন্দু। বঙ্গবাসীর কাছে পূজা। হিন্দু পূজাকে কেন্দ্র করেও হিন্দু বঙ্গবাসীদের মধ্যে উগ্রাধ। উদ্ভিদপনার কোন অভ নেই। রাজধানী আগরতলা শহরসহ রোপে বিভিন্ন স্থানে ক্রা। সামাজিক সৃষ্টি এবং বাড়ি ঘরে প্রতিবছর বাস্তু পূজার সংখ্যা বাড়ছে। বাস্তু পূজাকে কেন্দ্র করে। বাস্তু পূজার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের

শুভ
৬ ওয়াহ উদ্দীপনার পরিশেষে
পরিচালিত হচ্ছে। ১ বছর আগের
ইয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাসন্তী
রাজ্যের সখ্যতাও বেড়েছে বলে
জ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া
গোয়ে জানা গেছে। যাই হোক
কর কয়েকটি দিন বাকী। সে
কারণই মরতে পারায় মৃত শিক্সীদের
কাজে বর্মান্বয়ে তুলে। চের নামের
গুরুপক্ষে বাসন্তী পুজাই বাজারের
আদি দুর্গাপুজা। যদিও এখন
আমিষ গুরুপক্ষে দুর্গাপুজাই বেশি
আমিষের পালিত হয়। এখন যতই
আমরা আশিষ্ট নামে দুর্গাপুজা করি
বা কেন, বাঙালির আদি দুর্গাপুজা
এই দুই মাসেই। পূর্ণাঙ্গ অনুযায়ী
এইমাত্র নামক বৈশাখের মৃত মিলে
রাজা সুরত্বস্বখ্যেই খবি মেপানের

হচ্ছে

আশ্রমে দেবী দুর্গার আরাধনা করুন। যা পরে বাসন্তী পূজা নামে প্রসিদ্ধ হয়। দেবী দুর্গার প্রথম পূজারী হিসাবে চত্বীতে রাজা সুগেহের উল্লেখ রয়েছে। সুগেহ সুশাসক ও যোদ্ধা হিসাবে বেশ খ্যাতি ছিলেন। সেনা ও যুদ্ধ নৈশ্য তিনি কখনও হারেননি। কিন্তু প্রতিবেশী রাজা একদিন তাঁকে আক্রমণ করে এবং সুগেহ পরাজিত হন। এই সুযোগে তাঁর সম্ভারও লুণ্ঠন চালায়। কাছের যান্মের এমন আচরণে স্তম্ভিত হয়ে যান সুগেহ। বনে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেগাধাস্রমে পৌঁছোন। ঋষি তাঁকে সেখানেই থাকতে বলেন। কিন্তু রাজা শান্তি খান না। এর মধ্যে রাজা তাঁর সমাধির সঙ্গে দেখা

বাসন্তী

যা। তিনি জননত পাড়ন, সমাধীকেও তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে বাড়ি থেকে তড়িয়ে দিয়েছে। তবুও তিনি বী।-ছেলের ভালোমতে খননও ভবে খনন করলেন। তাঁরা জন্মেই তখন ভাবলেন, হারের কারণে তাদের সব কিছু যায়েছে, তাদের ভালো আজও তারা চেয়ে যাচ্ছেন।

খলিফে এক কথা বারায়। খলিফে মইহাম্মাদ ইচ্ছা। এরপর খলিফে মইহাম্মাদের কাহিনী বর্ণনা করেন।

খলিফে উপদেশেই রাজা কহিন তপস্যা শুরু করেন। পরে মইহাম্মাদ আশীর্বাদ পেতেই বসন্ত কালের শুরু পেরে রাজা পুজো শুরু করেন। শুরু হবে বাসন্তী পুজো। দুর্গা পূজা বাঙালিদের প্রধান অনুষ্ঠান, পরে অপর্যায় দিন গুনতে থাকে প্রতি

পূজা

বরের কটা-কাটা থেকে প্রাণী
দান - তাই মারাও । জাতিধর্ম
নির্বিশেষে এই বিশেষ উৎসব নিয়ে
সমতে ওঠে সবাই। একই বছরে
সমস্ত দেশের নারীরা, তার মাঝে দুটি
ওড় নবরাত্রি, তবে শরত নবরাত্রি
দ্বারং বসন্ত নবরাত্রিও উপলক্ষ প্রায়
পাঁচা দেশজুড়েই হয়ে থাকে। সূর্য
চতুর্দশের নক্ষিত্র অবস্থান মেনে জাল
সমস্ত নবরাত্রি পালিত হয়। বসন্ত
নবরাত্রি পালিত হয় বসন্ত পূজা
হাসেন। শারদীয় দুর্গাপূজার মত এই
সব পূজাও দুর্গাও দেবীর দুর্গারই
আধার। জল কনা হয়ে। আদিকালে
দুর্গার আরাধনায় বাসন্তী পূজাই
হত। বসন্ত তে। তবে আগুও বসন্ত
নবরাত্রিতে নয় দিন ব্যাপী দেবী
দুর্গার পূজা করা হয়। কিন্তু এই

বাস্তবী পূজা এখন কিছু জন্মার
সামান্য রয়ে গেছে। অনাদিক
কুবেরসীমা রামায়ণে বর্ণনা
করেছেন যে সীতা রামচন্দ্র নবাব
বাগানের পর বখন নীতা হলুদ
তখন রাখণে হারিয়ে সীতাকে
উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য
বরফালে মহামায়ার আরাধনা
করতেন। সেই সময় সুগুর
নিদ্রাশায়ন চলে, তাই দৈব-দেবীর
নিদ্রায় থাকেন বলে বিশ্বাস পূজার
হয়ে। সেই আশ্রম মাসের পূজাই এখন
গুণাতি বিশেষ প্রসিদ্ধি দর্শা পূজা
ই। পুণাতি অকলে কল গা ছোলে
খোদে একে অকল ধোয়ন বলা হয়ে
আছে। তবে বাস্তবালি আদি
গুণাতিগুণাতি অর্থং বাসন্তী পূজাক
কালন বিনী পুস্পপরিভাবে ভুলে
গিয়ে তা শুভ
জাগ্রাতেই মহামায়ার পূজার
আরম্ভণ করে পুজো আয়োজন
করেন অঙ্গুর করে কা হয়।



দেশ-বিদেশের সংবাদ



ডিএ আন্দোলনকারীদের তোপ বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : “পাতে পোলাও আছে, তাও ঘিয়ের জন্য খেউ খেউ করছে একদল।” এই ভাষাতেই বকেয়া ডিএ’র দাবিতে সরকারি চাকরিজীবীদের আক্রমণ করলেন তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী।

অসম্ভব। এরই মাঝে বকেয়া ডিএ’র দাবিতে আন্দোলনকে একে বারেই ভাল ভাবে নিচ্ছে না রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রীর বক্তব্যে তা স্পষ্ট। এদিকে নিজেদের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সরতে অনড় আন্দোলনকারীরা। জল গড়িয়েছে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। অর্থাৎ জটিলতা অব্যাহত। এরই মাঝে বুধবার সকালে ডিএ আন্দোলনকারীদের বিধে একটি ফেসবুক পোস্ট করেন বলাগড়ের

বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। লেখেন, “একদল লোকের পাতে পোলাও-মাংস আছে। তাঁরা খেউ খেউ করছে। বলছে পোলাওয়ে ঘি কম। আরও ঘি ঢালতে হবে। আর একদল যারা খালি পেটে গামছা বেঁধে রাতে ঘুমোতে যায়। আমি সবদিন ওই না খাওয়া লোকটির জন্য লড়েছি আর লড়ব। ঘি বাবুর লড়িয়ে সে হারবে না জিতবে আমার কিছু যায় আসে না।”

আন্দোলন জারি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই মুহুর্তে দাবি পূরণ

ইডি-র মামলায় ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে মনীশ



নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পাটির নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠান দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে মনীশ সিসোদিয়াকে। গত ১৭ মার্চ মনীশ সিসোদিয়াকে ৫ দিনের জন্য ইডি-র হেফাজতে পাঠিয়েছিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সিসোদিয়াকে বুধবার ফের আদালতে পেশ করা হয়। তাঁকে এবার ইডি-র হেফাজতে না পাঠিয়ে, আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত

বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। মনীশ সিসোদিয়া এদিন আদালতে অনুরোধ জানান, বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন তাঁকে কিছু ধর্মীয় এবং আধ্যাতিক বই রাখতে দেওয়া হোক। সিসোদিয়ার আর্জি শুনে আদালত বলেছে, আপনি এ বিষয়ে আবেদন করুন, আমরা অনুমতি দেব।

পাকিস্তানে ৬.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু ১১ জনের, আহতের সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি



ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ (হি.স.): পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয়র খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে মঙ্গলবার রাতের ৬.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। আহতের সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি। খাইবার

পাখতুনখাওয়া প্রদেশের সওয়াট উপত্যকাতেই ভূমিকম্পে এই হতাহতের সংখ্যা। পাকিস্তানের আবহাওয়া। দক্ষতর অবস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৮। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের প্রাদেশিক দুর্যোগ

বাবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভূমিকম্পে দুই মহিলা-সহ ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহতের সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে ১৯টি বাড়ি। মঙ্গলবার রাতে পাকিস্তানের পাশাপাশি আফগানিস্তান ও ভারতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। পাকিস্তানের লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, কোয়েটা, পেশোয়ার, কোহাট প্রভৃতি এলাকায় কম্পন টের পাওয়া যায়। আবার দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনুভূত হয় কম্পন। উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের প্রভৃতি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কম্পন অনুভূত হয়। রাতে ভূমিকম্পের আতঙ্কে মানুষজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চল।

রাষ্ট্রপতি মূর্মু, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহের বিহার দিবসের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার বিহার দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মূর্মু এদিন টুইট করেছেন,

“বিহার দিবসে রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা। ভগবান মহাবীর, ভগবান বুদ্ধ এবং গুরু গোবিন্দ সিং জির সঙ্গে যুক্ত এই দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মূর্মু এদিন টুইট করেছেন,

মেধাবীরা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নতুন গল্প লিখবে। মোদী টুইটে লিখেছেন, “বিহার দিবসে আমাদের রাজ্যের সকল ভাই ও বোনেরদের অনেক অনেক অভিনন্দনে।

সমৃদ্ধ ইতিহাস ও প্রাণবন্ত সংস্কৃতির জন্য বিশ্বাত, বিহারের জনগণ দেশের উন্নয়ন প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতুলনীয় অবদান রাখছে। নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন বিশেষ পরিচিতি। শাহ টুইটে লিখেছেন, “সকলকে ‘বিহার দিবস’-এর শুভেচ্ছা। প্রাচীন কাল থেকেই বিহার ভারতের শিক্ষা ও নীতির কেন্দ্র ছিল। মৌর্যজির নেতৃত্বে আমরা ভারতের এই মুকুট রত্নটির প্রতিপত্তি, সমৃদ্ধি এবং গৌরব পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি রাজ্যের মানুষের অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করি।

বিহার প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : বিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে বিহারের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। বুধবার তিনি একটি টুইটে লিখেছেন যে বিহারের আধ্যাতিক ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র রন্ধনপ্রণালীর কারণে ভারতে বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি বলেন, অমৃত কালের ভারতের উত্থানে বিহারের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিশেষ ভূমিকা থাকা উচিত।

আলাদা হয়ে গেল শান-এ-পঞ্জাব এক্সপ্রেসের দু’টি বগি, সুরক্ষিত সমস্ত যাত্রীরা

পানিপত, ২২ মার্চ (হি.স.): বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল শান-এ-পঞ্জাব এক্সপ্রেস। বুধবার অমৃতসর থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে পাণিপত ও সমলখা স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় আচমকাই আলাদা হয়ে যায় ট্রেনটির দুটি বগি। যদিও ট্রেনের গতি কম থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। ট্রেনে উপস্থিত সকল যাত্রীরা বর্তমানে নিরাপদে রয়েছেন। তবে এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ রেল চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে ওই নির্দিষ্ট রুটে। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অমৃতসর থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল শান-এ-পঞ্জাব এক্সপ্রেস। পাণিপত ও সমলখা স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় আচমকাই আলাদা হয়ে যায় ট্রেনটির দুটি বগি। ট্রেনে থাকা সমস্ত যাত্রী নিরাপদে থাকলেও, এই ঘটনায় প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচলে প্রভাব পড়ে। পরে, কোচগুলির ক্রিপস সংযুক্ত করা হয় এবং ট্রেনটি পুনরায় যাত্রা শুরু করে।

ভারতের ৫জি রোলআউট বিশ্বের দ্রুততমগুলির মধ্যে একটি : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): ভারতের ৫জি রোলআউট বিশ্বের মধ্যে দ্রুততম এবং মাত্র ৬ মাসের অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ১,১৫,০০০ সাইট রয়েছে যা ৫জি সংকেত বিকিরণ করে। বলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, কয়েক বছর আগেও একটি টেলিকম টাওয়ারের পারমিট পেতে ২২০ দিন সময় লাগত, কিন্তু এখন মাত্র ৭ দিন লাগে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নতুন দিল্লিতে নতুন আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর এরিয়া অফিস এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো জটিল সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। তিনি বলেন, ভারত এখন টেলিকম যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি রফতানিকারক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

এন এস এস এর উদ্যোগে সাতদিনের শিবির

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : বুধবার দক্ষিণ কলকাতার উইমেন খ্রিস্টিয়ান কলেজের সাতদিনের এন এস এস এর বিশেষ শিবির শেষ হলো। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মূলত পার্শ্ববর্তী এলাকার শিশুদের শিক্ষামূলক উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ এই শিবিরে করা হয়। শিবিরের শুভাঙ্গী দেখতে উপস্থিত হয়ে হয়েছিলেন এন এস এস এর আঞ্চলিক প্রধান বিনয় কুমার। বিভিন্ন বিশিষ্ট বক্তাদের সাথে শেষ দিন উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের, বিবেকানন্দ পৌতক বাড়ির সেক্রেটারি স্বামী জ্ঞানোলাকানন্দ মহারাজ। স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি সমাজসেবার মধ্যে দিয়ে আগামী দিনের সুনাগরিক হবার শিক্ষার পাঠে উদ্বুদ্ধ করেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অজন্তা পাল বলেন, দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এই কলেজ, এন এস এস শাখার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমাজসেবার কাজ করে আসছে। এন এস এস এর প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ সোমনাথ হাজার এই শিবিরের সাথে যুক্ত সকল সহযোগীকে ধন্যবাদ জানান।

আফগানিস্তানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ৩ জনের মৃত্যু, আহত কমপক্ষে ৪৪ জন

কাবুল, ২২ মার্চ (হি.স.) : আফগানিস্তানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। মঙ্গলবার রাতের ৬.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে আহতের সংখ্যা ৪৪। আফগানিস্তানে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও ভারতও। এছাড়াও তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, চীন এবং কিরগিজস্তানে কম্পন অনুভূত হয়। ভারতে জীন ও সম্পত্তি হানির কোনও খবর নেই। আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ির ছাদ ভেঙেই অধিকাংশ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। আফগানিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তানের লামহান প্রদেশেই দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও দেশের অন্যত্র একজনের মৃত্যু হয়েছে। মোট আহতের সংখ্যা ৪৪। মঙ্গলবার রাত্রে আফগানিস্তানের ফৈজাবাদ থেকে ৭৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

মোদী বিরোধী পোস্টারে ছয়লাপ দিল্লি! রাতারাতি সরিয়ে দিল পুলিশ, ৩৬টি এফআইআর রুজু

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে উপকল্প পরি পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে গেল রাজধানী দিল্লি। যদিও, তড়িঘড়ি সমস্ত পোস্টার সরিয়ে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। শহরের নানা প্রান্ত থেকে অন্তত ২০০০ পোস্টার সরিয়ে ফেলেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে এই পোস্টার সংক্রান্ত ঘটনায় শুরু হয়েছে ধরপাকড়ও। এখনও পর্যন্ত রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধী পোস্টার তৈরির অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ১০০টিরও বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তার মধ্যে ৩৬টি এফআইআর প্রধানমন্ত্রীর পোস্টারের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুটি ছাপাখানার মালিকও। তাঁদের সংস্থা থেকেই ওই বিতর্কিত পোস্টার ছাপা হয়েছিল বলে অভিযোগ। স্পেশাল সিপি দীপেন্দ্র পাঠক বলেছেন, একটি ট্রাককে আটক করা হয়েছে, ওই ট্রাকটি আম আদমি পাটির অফিস থেকে বেরিয়েছিল। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গুজরাটের ভারুচে প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন

ভারুচ, ২২ মার্চ (হি.স.): গুজরাটের ভারুচে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে। বুধবার সকালে ভারুচ জিআইডিসি-তে অবস্থিত নর্মদা প্লাস্টিক প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। ওই ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য দ্রব্য মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় দাউদাউ করে জলতে থাকে ফ্যাক্টরিতে। ভিতরে থাকা সবকিছু পুড়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ভারুচের পুলিশ সুপার লীলা পাটিল বলেছেন, বুধবার নর্মদা প্লাস্টিক প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ধামি সরকারের এক বছরের মেয়াদকে ব্যর্থতা বলে অভিহিত করেছে কংগ্রেস

হালদওয়ানি, ২২ মার্চ (হি.স.) : ধামি সরকারের এক বছরের মেয়াদকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছেন কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি করণ মাহারা। তিনি বলেন, সরকার উত্তরাখণ্ড পেপার ফাঁস মামলা, অন্ধিতা ভান্ডারী হত্যা মামলা এবং জেশীমঠ বিপর্যয়ের মতো বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি করণ মাহারা আরও বলেন, রত্নপুরে দখল অপসারণের নামে বাবসারীদের হয়রানি করা হচ্ছে। বিনা নোটিশে

বাবসারীদের দোকান ভাঙা হয়েছে, যা বরদাস্ত করা হবে না। কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বলেন, উত্তরাখণ্ডে বেকারদের চাকরি দেওয়ার নামে পেপার ফাঁসের মতো ঘটনা ঘটেছে।

পেপার ফাঁস মামলা হোক বা অন্ধিতা ভান্ডারী হতাকাণ্ড, কেন বিজেপি কর্মীরা জড়িত? মাহারা বিধানসভা অধিবেশন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, সরকার জনত বিরাোধী দলের নানা প্রশ্নে বিদ্ধ হবে সরকার, তাই বিধানসভার অধিবেশন শান্তিপূর্ণভাবে চলতে চায়নি সরকার। সরকার এমন একটি ইস্যু সামনে এনেছে, যা কংগ্রেস বিধায়কদের ক্ষোভ বাড়িয়েছে এবং সরকার প্রশ্ন থেকে পালিয়েছে।

ভিআইপি’র নাম আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। যৌশীমঠ উত্তরাখণ্ডের সংস্কৃতি ও ধর্মের কেন্দ্র, এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই সরকারের এক বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন,

চৈত্র নবরাত্রির শুভারম্ভ, বৈষ্ণোদেবী-সহ দেশের বিভিন্ন মন্দিরে পূজার্চনা পুণ্যার্থীদের



নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.): চৈত্র নবরাত্রি উৎসবের শুভারম্ভ হল বুধবার থেকে। আগামী ৩০ মার্চ, বৃহস্পতিবার ৯ দিন ব্যাপী এই চৈত্র নবরাত্রির সমাপ্তি হবে। অশুভের বিরুদ্ধে শুভফল কামনা করেই উৎসব সূচীত করে। উৎসবের শেষ দিনটি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি, রাম নবমী হিসেবে পালিত হয়ে থাকে।

উৎসবে দেবী দুর্গা ৯ টি রূপে পূজিত হয়ে থাকেন। চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিন, বুধবার সকাল থেকেই বারাগম্বী, বৈষ্ণোদেবী, কামাখ্যা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দিরে পূজার্চনা করেন পুণ্যার্থীরা। বারাগম্বীর দুর্গা মন্দিরে চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিনে রীতি মেনে পূজার্চনা করেন পুণ্যার্থীরা। জম্মু-কাশ্মীরের কাটরা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পূজার্চনা করেছেন ভক্তরা।

উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে নবরাত্রির শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা ও ভক্তির এই শুভ মুহূর্ত সমস্ত দেশবাসীর জীবনকে সুখ, সম্পদ ও সৌভাগ্য দিয়ে আলোকিত করুক। নবরাত্রি ছাড়াও এদিন উগাদি, গুড়ি পাড়ওয়া, নরহর, চেতি চাঁদ এবং সজিবু চেরাওবা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

অমৃতপালের তল্লাশি অভিযানে ধৃতদের আইনি সহায়তা দেবে শিরোমণি আকালি দল : আপ

চণ্ডীগড়, ২২ মার্চ (হি.স.) : পলাতক খালিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং-কে খুঁজতে পঞ্জাব পুলিশের তল্লাশি অভিযানে যে শিখ যুবকদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের সবরকম আইনি সাহায্য দেবে শিরোমণি আকালি দল, শিরোমণি আকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল এমনটাই জানিয়েছেন। সুখবীর সিং বাদল টুইটারে লিখেছেন, “শিরোমণি আকালি দল পঞ্জাবে চলমান সংবিধান বহির্ভূত তল্লাশি অভিযানে গ্রেফতার হওয়া সমস্ত শিখ যুবকদের সম্পূর্ণ আইনি সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাঁদের অধিকার যাতে আপ পঞ্জাব পদদলিত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্য একটি টুইটে বাদল বলেছেন, “শিরোমণি আকালি দল নিরীহ শিখ যুবকদের নিছক সন্দেহের বশে

নির্বিচারে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানায়। আমরা এই অভিযানে গ্রেফতার হওয়া সমস্ত নিরদোষদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি করছি। তিনি টুইটে আরও লিখেছেন, শিরোমণি আকালি দল ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং সাধারণভাবে পঞ্জাবিদের অধিকার ও বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে শিখদের সুরক্ষার পক্ষে কথা বলেছে। রাজ্যগুলিকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে, যে দাবি করে আসছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও। এদিকে পঞ্জাবের বেশ কিছু এলাকায় জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা। এরই মাঝে রাজ্যে “শান্তি ও সম্প্রীতি” বিদ্যিত করার অভিযোগে ১৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পঞ্জাব পুলিশ। এমনটাই জানিয়েছেন, পঞ্জাব পুলিশের আইজি সুখচেন সিং গিল। তিনি বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে একথা

জানান। আইজি সুখচেন গিল নিশ্চিত করেছেন যে পঞ্জাবের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁর কথায়, ‘রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি বিদ্যিত করার জন্য মোট ১৫৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’ অন্যদিকে, ঘটনার পর পালি কেটে গেলেও এখনও অমৃতপাল সিং পঞ্জাব পুলিশ গত শনিবার থেকে অমৃতপাল সিং এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। আইজি জানান, অমৃতপাল সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি লুকআউট সাকুলার (এলওসি) এবং জামিন অযোগ্য পরোয়ানা (এনবিডব্লিউ) জারি করা হয়েছে। পলাতক অমৃতপালকে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে। পঞ্জাব পুলিশ এই কাজে অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছে বলে তিনি জানান।

মেয়াদ বাড়ল আধার আপডেটের

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.): বর্তমানে প্রত্যেকটি মানুষের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন হয় আধার কার্ডের। হাসপাতালে ভর্তি থেকে ঘুরতে যাওয়ার টিকিট সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় আধার কার্ডের। এবার মেয়াদ বাড়ল আধার আপডেটের। যেহেতু বর্তমানে আধার কার্ড কেবল পরিচয়পত্র নয়, আধার কার্ড এখন ১২ সংখ্যার অনন্য নম্বর নয় এর মাধ্যমে হতে পারে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজও। দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কোর্ডের তথ্য আপডেটের সুযোগ পাওয়া যাবে। এমনিতে আধার কার্ডের বিবরণ আপডেটের জন্য

৫০ টাকা ফি প্রয়োজন হয়। যদিও আগামী তিনমাস বিনামূল্যে আধার কার্ডের তথ্য আপডেট করা যাবে।

খড়িবাড়ি ব্লকে দুটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ শুরু

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ (হি. স.): শিলিগুড়ি মহাকমা পরিষদের তরফে খড়িবাড়ি ব্লকে দুটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। যার ভিত্তিপ্রস্তর বুধবার শিলিগুড়ি বিভাগীয় পরিষদের সদস্য কিশোরী মোহন সিং যথায়থভাবে স্থাপন করেন। ব্লকের মদনাজোতি ও সুবলভিটায় দুটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

প্রায় ৩১ লাখ টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণ করা হবে বলে জানা গেছে। শিলিগুড়ি মহাকমা পরিষদের সদস্য কিশোরী মোহন সিং বলেন, রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নের জন্যে। যার কারণে এদিন থেকে ৩১ লাখ টাকা ব্যয়ে ব্লকে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি জানান, ব্লকে ১১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এরপর ব্লকে সাতটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটির কাজ চলছে এবং আজ থেকে দুটির কাজ শুরু হয়েছে। তিনি জানান, খড়িবাড়ি ব্লকে মোট ১৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে।

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, THURSDAY, 23rd MARCH, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ, ২০২৩ ইং, ৮ চৈত্র, ১৪২৯ বাং



ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম জেলা স্কিল ডেভেলপমেন্ট শিবির সমাপ্ত



ক্রীড়া প্রতিনিধি যুব সম্প্রদায়কে কর্মসংস্থানের দিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী পশ্চিম জেলা স্তরীয় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ক্যাম্প আজ, বুধবার শেষ হয়েছে। পশ্চিম জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে হয়েছে এই প্রশিক্ষণ শিবির। বাধারঘটিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অণু রায়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন অবসরপ্রাপ্ত ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ, শিবিরে অংশগ্রহণকারী তিন মহকুমা জিরানীয়া, মোহনপুর ও সদরের ৩৬ জন যুবক-যুবতীদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

অমরপুরের নেতৃত্বে রাজদীপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি অমরপুর, ২২ মার্চ মহকুমাকে নেতৃত্ব দেবে রাজদীপ সাহা। রাজা অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে। ২৫ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে ছোটদের রাজা ক্রিকেট। গ্রুপ লিগে অমরপুর মহকুমার খেলা পড়েছে সোনামুড়ার স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে এবং বিশালগড়ের জঙ্গালিয়া মাঠে। ২৬ মার্চ নিজেদের প্রথম ম্যাচে অমরপুর মহকুমা খেলবে সদর 'বি' দলের বিরুদ্ধে। এরপর ২৮ মার্চ আমবাসা, ২৯ মার্চ জিরানীয়া এবং ১ এপ্রিল গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে কৈলাসহরের বিরুদ্ধে। কোচ ধনঞ্জয় দে-র তত্ত্বাবধানে জোড় কদমে প্রস্তুতি চলাচ্ছে মহকুমার ক্রিকেটারদের। আসরে ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী কোচ। ঘোষিত দল: উদয়ন পাল, রাজদীপ সাহা (অধিনায়ক), সন্দীপ সরকার, আশিক দেব, জিৎ ঘোষ, শামন দাস, অমিয়ান মালিকার, শুভম দাস, আদিত্য সাহা, জিৎময় পাল, প্রীতম পাল, বীরাজ দেব, অয়ুষ আচার্য, অভিজিৎ ঘোষ এবং শায়ন্ত ঘোষ। কোচ: ধনঞ্জয় দে।

সদরের ক্ষুদ্রে ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি ম্যাচে প্রতিভার পরিচয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি সদরের খুদ্রে ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। বোলাররা নিজেদের প্রতিভা কিছুটা ফুটিয়ে তুললেও কার্যত ব্যাটসমীরাও নেপুণ্য দেখানোর চেষ্টা করেছে। অতিরিক্ত রানের খাতে দূর্বলের বোলাররা কৃপণতার পরিচয় দিয়ে কিছুটা স্বস্তির বার্তা দিয়েছে। নীপকো মাঠে সকাল পৌনে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে অনূর্ধ্ব ১৩ সদর-বি দল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সদর-এ দল ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে গুপেনার স্বেচ্ছাংগু দেব-এর ২৭ রান এবং উদয়ন পালের ১৮ রান উল্লেখ্য করার মতো। সদর-বি-র বোলার সন্দীপন দাস দুটি এবং আকাশ দেবনাথ, স্পন্দন বনিক ও স্বতুরাজ ঘোষ একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর-বি দল ২৮.২ ওভার খেলে সাত উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সুলতান দেব-এর ৩২ রান, বশ দেবনার্নার ১৮ রান ও গুপেনার রাজদীপ দেব -এর ১৩ রান দলকে সহজে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। সদর-এ-র বোলার মেহলা দত্ত ও তীর্থ চক্রবর্তী দুটি করে এবং অর্পণ ভট্টাচার্য ও রাজদীপ সিংহ একটি করে উইকেট পেয়েছে।

গন্ডাছড়া মহকুমার দল ঘোষিত



ক্রীড়া প্রতিনিধি গন্ডাছড়া, ২২ মার্চ উদ্বোধনী ম্যাচে প্রতিপক্ষ লংতরাইভ্যালি। ২৫ মার্চ হবে ম্যাচটি। কৈলাসহরের আর কে আই মাঠে। রাজা অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে। ২৬ মার্চ কমলপুর, ২৮ মার্চ কাঞ্চনপুর এবং ২৯ মার্চ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে ধর্মনিগর মহকুমার বিরুদ্ধে। আসরে ভালো ফলাফল করতে জোড় কদমে প্রস্তুতি চলাচ্ছে

গন্ডাছড়া মহকুমার। প্রায় ৪ বছর ধরে ওই মহকুমা কার্যত খেলাধুলা বন্ধ ছিলো। ফলে একঝাঁক নতুন মুখ দিয়ে লড়াইকু দল গড়ার চেষ্টা করছেন কোচ অনুপম দে। ব্যক্তিগত কাজে কোচ রাজ্য আসরের সময় দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না। তবে এই মুহূর্তে গোটা দলকে একসুতোয় বাধার চেষ্টা করে চলেছেন কোচ। অনুপম আশা

করেন, প্রতিপক্ষ দলকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবেই ক্রিকেটাররা। ঘোষিত দল: ধ্রুবময় দেব, জয়দীপ রায়, চয়ন সরকার, অভিজিৎ সাহা, তুহিন বিশ্বাস, স্বরব দাস, রূপন সরকার, রাহুল বিশ্বাস, সন্দীপ দেবনাথ, রাহান দাস, স্বরজিৎ দেবনাথ, রাজদীপ দেবনাথ, সুরজ দাস, প্রণয় বিশ্বাস এবং প্রদেশ দাস। কোচ: জয়দেব সাহা।

রজতের ৮৬ রান, পারভেজের ৫ উইকেট পোলস্টারকে হেলায় পরাজিত করে সেমিফাইনালে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস

ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-২৩৭

পোলস্টার-৬০

ক্রীড়া প্রতিনিধি পোলস্টারকে ধরশায়ী করে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো ইটফেভারিট ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। দলকে শেষ চারে তুলতে মুখ্য ভূমিকা নেন দলনায়ক রজত দে এবং স্পিনার পারভেজ সুলতান। রাজা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ১৭৭ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে পোলস্টারকে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের গড়া ২৩৭ রানের জবাবে পোলস্টার মাত্র ৬০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের রজত দে ৮৬ রান এবং পারভেজ সুলতান ৫ উইকেট পেয়েছেন। সেমিফাইনালে কসমোপলিটনের বিরুদ্ধে খেলবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। ২৫ মার্চ হবে ম্যাচটি। মঙ্গলবার বৃষ্টির জন্য মাঝপথে খেলা পরিত্যক্ত হওয়ায় বুধবার পুনরায় হয় ম্যাচটি। মার্চ কিছুটা ভিজ়ে থাকায় নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ৪৫ এ। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৪৪.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৩৭ রান করে। শুরুতে বিশাল ঘোষের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস বড় স্কোরের স্বপ্ন দেখলেও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় একসময় দল থমকে



পড়েছিলো। ওই সময়ই অধিনাকোচিত ইনিংস খেলে দলকে লড়াইকু স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন রজত দে। রজত ৮৬ বল খেলে ৬ টি

বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৮৬ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে গুপেনার বিশাল ঘোষ ৩৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬.৫ সেন্ট্র সকার ৩৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, উদয়ন বসু ৩৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, শুভম ঘোষ ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং পারভেজ সুলতান ২১ বল খেলে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। পোলস্টারের পক্ষে সন্দীপ সরকার (৪৩/৩৪) এবং দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (২/২৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতেই অর্জুন দেবনাথের স্বেচ্ছাংগু বালসে পড়ে পোলস্টার। মাত্র ১১ রানে ২ উইকেট হারানোর পর পারভেজ সুলতানের বিবাজ স্পিনের ভেলকিতে কুপোকাং হয়ে পড়ে পোলস্টার। এবং দল ২০.৫ ওভারে মাত্র ৬০ রান করার ফাঁকে সবকটি উইকেট হারিয়ে বসে। দলের পক্ষে নীহাল চন্দ্র শ্রীবাস্তব ৩৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং ভরত রাওয়ান্ত ৩০ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দলের আর কোলো ব্যাটসম্যান দুই অক্ষের রানে পা রাখতে পারেননি। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে পারভেজ সুলতান (৫/১৪), অর্জুন দেবনাথ (২/২১) এবং অর্পণ বিশ্বাস (২/২১) সফল বোলার।

টিসিএ-তে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ সভাপতি সকাশে ক্রিকেটারদের ডেপুটেশন



ক্রীড়া প্রতিনিধি ক্রিকেটাররা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির কাছে। টিসিএ-তে আর্থিক অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতি বিষয়ক তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন ক্রিকেটাররা। সভাপতি নিজেও যথেষ্ট তিত্তিবিবক্ত। কমিটির কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ রয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে সরাসরি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি। তবে সাংবাদিক নিয়ম-নীতি ছাপিয়ে, গত চার-পাঁচ মাস ধরে টিসিএ-র কর্মকাণ্ড যে পদ্ধতিতে চলছে, তাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। সামগ্রিক বিষয়, এমন কি ডেপুটেশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও তিনি এককভাবে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। ক্রিকেটারদের লিখিত আর্জি তিনি গ্রহণ করেছেন। অফিসের পদ্ধতি

অনুযায়ী রিসিভ করেছেন এবং যথারীতি তা কমিটির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। কমিটি পুরো বিষয় খতিয়ে দেখে সর্বসম্মতিক্রমে উনাকে দিয়ে কিছু বলায় বা জানানোর থাকলে উনি জানাতে পারবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে মুখ ফুটে কিছু না বললেও আকারে ইঙ্গিতে যা বুঝাতে চেয়েছেন সেন্টো হল কমিটির ইদানীন্তন কর্মকাণ্ডে দুর্বলতার ছাপ কিছুটা হলেও রয়েছে বলে তিনি ক্যামেরার সামনে স্বীকার করেছেন। আগে একবার কয়েকটি ক্লাব প্রতিনিধি এবং আজ ক্রিকেটাররা লিখিত আকারে যেভাবে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানাচ্ছে, বিষয়টা তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সমন্বয়যোগ্য বলি মনে করছেন। বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার সময় কোন ক্রটি-বিচ্ছাদিত চোখে পড়লে

তা সমাধান করে, মসৃণ পথে টিসিএ পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। ক্রিকেটার রাজেশ বনিক, সম্ভাট সিনহার নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল আজ, বুধবার টিসিএ সভাপতি সকাশে ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে টিসিএ-তে আর্থিক অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতি বিষয়ক তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন। বিশেষ করে প্রিপূরা মহিলা প্রিমিয়ার লিগে অংশগ্রহণকারী মহিলা ক্রিকেটাররা এখনোও কোনও রকম পারিশ্রমিক পাননি। এই মহিলা প্রিমিয়ার লিগের আর্থিক বিষয়েও ইনভেস্টর সংক্রান্ত স্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে স্ট্রাড লাইট বসানোর টেন্ডার বিষয়ক দুর্নীতি, রাজা রঞ্জি টিম গঠনে পক্ষপাতিত্ব নিয়েও অভিযোগ রয়েছে ক্রিকেটারদের।

নকআউট ক্রিকেটের শেষ দুটি কো'ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি শেষ দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল আজ। এম বি বি স্টেডিয়ামে সংহতি খেলবে চলমান সপ্তাহের বিরুদ্ধে এবং নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে সদ্য সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন সফলি খেলবে ও পি সি-র বিরুদ্ধে। রাজা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটে। ৪ দলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে সংহতি এবং সফলি। দুদলেই রয়েছে একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার। ভিনরাজা থেকে দুই ক্রিকেটারকে এনে নিজেদের শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছে সফলি ক্লাবের। লক্ষ্য একটাই, মরশুমি দ্বিমুকুট জয় করা নিয়ে। কোচ দীপক ভাটনাগর ও আজ জয় পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। এদিন অনশালামে পিঙ্কিং এর উপর জোর দেন কোচ। এদিকে সংহতির কোচ সঞ্জীব সাহাও আজ জয় পাওয়া নিয়ে আশাবাদী। সুপার ডিভিশনে সাফল্য না পাওয়া সংহতির ক্রিকেটারদের চোখ এখন নকআউট ট্রফির দিকে। সেই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য অনুশীলনেও যথেষ্ট সিরিয়াস লক্ষ্য করা গেছে রাণা দত্ত-দের। তবে চলমান এবং ও পি সি যে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জায় ছাড়বে না তা বলাবাধ্য। দুই দলই চাইছে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁতে দিতে। ফলে লড়াই জমবে বলাবাধ্য।

প্রেসক্লাবে স্পোর্টস, চাইনিজ চেকার্সে চ্যাম্পিয়ন শিষান

ক্রীড়া প্রতিনিধি বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট -'২৩ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য-সদস্যদের মধ্যে ইনভার-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি নতুন সংঘবনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। গেমস এন্ড স্পোর্টসের দ্বিতীয় পর্যায়ে বুধবার চাইনিজ চেকার্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবারে লুডো প্রতিযোগিতা দিয়ে এর সূচনা হলেও ক্রমাগত দাবা, ক্রিকেট, কার্যাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং নতুন সংঘবজ্ঞান বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। আজ অনুষ্ঠিত চাইনিজ চেকার্স প্রতিযোগিতায় শিষান চক্রবর্তী চ্যাম্পিয়ন এবং মনীষা ঘোষ রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সুপ্রভাত দেবনাথ। প্রতিযোগিতায় মোট ১৮ জন খেলোয়াড় ছিলেন। খেলা শুরু প্রাক্কালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন স্পোর্টস সাব-কমিটির কমান্ডারের অভিষেক। ২৫ মার্চে সাংবাদিকদের মধ্যে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই ঠিক এগারোটার মধ্যে প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।

অন্নপূর্ণার স্বর্গোদ্যান দেখে এলেন ত্রিপুরার অতয়ৈন্দু

এস. ডি. নাথ অন্নপূর্ণার বেস ক্যাম্পে পৌঁছে অতয়ৈন্দুর প্রথম অনুভূতি ছিল এটাই, যে জীবিত অবস্থায় স্বর্গ দেখার স্বপ্ন সার্থক হলো আজ। দিনটা ছিল ৯ই মার্চ, নেপালবাসীর জন্য দোল পূর্ণিমার মতো তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সান্দ্যাকালীন পূর্ণিমার চাঁদের জোহান্নার আলোয় আলোকিত পৃথিবীর দশম নীর্থ পর্বতশৃঙ্গ অন্নপূর্ণার বেস ক্যাম্পে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা ৪,১৩৪ মিটার। আরও ৯ জন সহযাত্রীর সঙ্গে ত্রিপুরার কৃতী সন্তান অতয়ৈন্দু দুঃ সাহসিক অভিযানে সাফল্য লাভ করে ফিরেছেন। পেশায় ফ্যাশন ফটোগ্রাফার হলেও ব্যাভারের চড়াই-উৎরাই তাঁর অন্যতম নেশা। ২০১৯ থেকেই বিভিন্ন অভিযাত্রী দলের সফল অভিযান তাকে পর্বতারোহণের নেশায় আসক্ত করে তোলে। আগামী এক বছরের মধ্যে এভারেস্ট বিজয়ের স্বপ্নও এখন তাকে তাড়া করছে। মনের অদম্য ইচ্ছা তাঁর এই স্বপ্নও সার্থক হবে বলে প্রত্যাশা। আগরতলার জয়নগরে ওয়েস্টার্ন ক্লাব সলংগ এলাকার অর্বেন্দু কর ও কৃষা কর-এর একমাত্র মেধা সম্পন্ন ছেলে অতয়ৈন্দুর স্কুল জীবন উদয়পুরের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ও রমেশ স্কুলে সেরে টি আই টি তে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণে জ্ঞানার্জনের পর কর্মসূত্রে কলকাতায় ছয় বছর কাটিয়ে বর্তমানে দিল্লিতে ফ্রি-ল্যান্সিং ওয়ার্কিং নিজেসব জড়িয়ে



রেখেছেন। ট্র্যাকিং-এর মত দুঃ সাহসিক অভিযাত্রী দলের বন্ধুদের অনুপ্রেরণায় তাঁরও স্বপ্ন শুরু মাউন্টেন ট্র্যাকিংয়ের। তবে মূল অনুপ্রেরণা অবশ্যই তাঁর এক বন্ধু দময়ন্তী গিরির সফল অন্নপূর্ণা অভিযান। বন্ধুর অভিযানে কাহিনী তাঁকে এতটাই উজ্জীবিত করে তুলেছিল, প্রতিমুহূর্তে অতয়ৈন্দু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাহচর্যে প্রায় সমস্ত কৌশলাদি নিজের আয়ত্তে এনে অভিযাত্রী দলে নিজেকে সঁপে দিয়ে ৫ই মার্চ পোখরা থেকে যাত্রার সূচনা 'দ্য ট্র্যাকিং বুদ্ধ' অভিযাত্রী দলের সঙ্গে। নেতৃত্বে ট্র্যাকিং লিডার জ্যোতিষ বিশ্বাস দের অবদান অনস্বীকার্য। তাপমাত্রা ক্রমশ নিম্নমুখী হলেও অভিযান শুরুতেই অচেতনাবার আনন্দ, অজানার খোঁজে মন ভীষণভাবে আনন্দান করতে থাকে। কার্যত, অন্নপূর্ণার বেস ক্যাম্পে পৌঁছে

মুঠোফোনে প্রথম মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্বর্গ দেখার আনন্দে অতয়ৈন্দু এতটাই উজ্জীবিত ছিল, যে সেখানকার মাইনাস ১৭ ডিগ্রি তাপমাত্রাও তখন অত্যন্ত সহনীয় পর্যায়ে বলে মনে হয়েছে। পুরো অভিজ্ঞতার কথা গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করে 'অন্নপূর্ণা অভিযানের ডায়েরি' আরও দশজন ইয়ুথকে পর্বতারোহণে উদ্বুদ্ধ করার মতো আরও একটি সুপ্ত ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। অদূর ভবিষ্যতেই অতয়ৈন্দু সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ফ্যান-ফলোয়ার ও বন্ধুদের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সাহচর্যে এ ধরনের অভিযানকে আরও বেশি করে টানার বাস্তব রূপ দেওয়ার ব্যাপারে বন্ধুপরিবার বলেও জানিয়েছেন অতয়ৈন্দু। ত্রিপুরার প্রথম অন্নপূর্ণা সফল অভিযাত্রী হিসেবে অতয়ৈন্দু আমাদেরও গৌরবান্বিত করেছে। অবশ্যই ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমরাও তাঁর আরও সাফল্য কামনা করছি।

দিল্লি আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা অংশ নিলো আর্শিয়া, আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি অংশ নিলো রাজ্যের দুই দাবাড়ু আর্শিয়া দাস এবং আরাধ্যা দাস। ২০তম দিল্লি আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা প্রতিযোগিতায়। আজ থেকে দেশের রাজধানীর জহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ ওই দাবার আসর। তাতে দেশ বিদেশের প্রায় ১০৫০ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছেন। এরমধ্যে রয়েছে ১৯ জন গ্র্যান্ডমাস্টার। ওই আসরে ভালো খেলে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি রেটিং বাড়িয়ে আনা লক্ষ্য রাজ্যের দুই প্রতিভাবান বালিকা দাবাড়ু-র। সেই লক্ষ্যেই জোড় প্রস্তুতি নিয়ে আসরে অংশ নিচ্ছে দুজনই দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়। আজ দুপুর ২টায় হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। মোট ১০ রাউন্ডের হবে খেলা। প্রসঙ্গত: আসরের প্রাইজমানি ৪৫ লাখ টাকা।

এপ্রিলে কুমারঘাটে রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন ঘিরে প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি এবারকার রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কুমার ঘাটে প্রস্তুতি পরবো চলছে জোর ক্রমে। এখন অপেক্ষা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং পৃষ্ঠপোষকের সবুজ সংকেতের। অনুমোদন ও সংকেত পাওয়া গেলে প্রস্তুতি আরো দ্বিগুণিত হবে বলে অনুমে। ইতিমধ্যে বিধায়ক ভগবান দাসের সভাপতিত্বে এবং সমস্ত বিভাগীয় প্রধান, সমস্ত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, সমস্ত সরকারী-বেসরকারী সংশ্লিষ্টরা উনকোটি জেলার কুমারঘাটে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য স্তরের পুরুষ ও মহিলা ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য কুমারঘাটে একটি প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তাবিত তারিখ ৭ থেকে ৯ এপ্রিল। এটি প্রথম ভলিবল রাজ্য স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপ যা উনকোটি জেলায় সংগঠিত হতে চলেছে। বিধায়ক শ্রীদাস এই ধরনের চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য খুব ভালো আগ্রহ নিয়েছেন। এখন চূড়ান্ত সম্মতির অপেক্ষায় ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক, প্রয়াস কৃষ্ণ চন্দ্র সাহার পরিবার থেকে। এই স্পনসর গত ১৫ বছর ধরে এই টুর্নামেন্ট পরিচালনায় বিজয়ী, রানার্স এবং সমস্ত দলের খেলোয়াড়দের জন্য একটি ভাল পুরস্কারের আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করে থাকে।



ককবরক ভাষী ছাত্র
ছাত্রীদের বাংলা লিখতে
বাধ্য করা হচ্ছে

বিষয়ঃ প্রতিনিধিঃ ত্রিপুরা মধ্যাংশিক পর্বদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ককরকভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরগণের বাংলা ছাফের লিখাত বোফোৰা খানাগর গাওঁর উদগ্গে প্রকাশ কৰেছো ত্রিপুরা একাডেমিকানস ফোৰাম। ত্রিপুরা মধ্যাংশিক পর্বদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কক্ষ বিবেশে পরীক্ষা শেণ্ডোয়র হরফ নিয়ে এ বছর যে জটিলতাৰ সৃষ্টি হয়াছে তাে কোনাভাবেই ধৰন বলে অভিতত বাজ কৰেছ ত্রিপুরা একাডেমিকানস ফোৰাম। বৃথাবা ফোৰামের সহ-সভাপতি প্রসেন্দের ডঃ মৃদুসূদন মুড়াগিন এ ধরনের ঘটনাগর গাভীৰ উদগ্গে প্রকাশ কৰেছেন। তিনি জানান গর ১৭ মাৰ্চ অস্পিনগর পরীক্ষা কেন্দ্রে ককরক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ছাফের লিখাত বোফোৰা খানাগর গাওঁর উদগ্গে প্রকাশ কৰেছো। তাতে জটিল সমস্যার সন্মুখীন হন পরীক্ষার্থীরা। তিনি জানান পরীক্ষার্থীরা অনেকই ইংরেজি মাধ্যমক ছাত্র-ছাত্রী। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা হরফে কক্ষ বরফ ফোৰাম শেণ্ডোয়র হরফে পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। বিষয়টি ফোৰামের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা মধ্যাংশিক পর্বদের সভাপতি ডঃমল্লিক সাহার নজরে এনে এ ব্যাপারে প্রয়োজ্যায় ব্যবস্থা গ্ৰহণ করার দাবি জানোয়া হয়েছ। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বাত নষ্ট না হরয় যােদিকে নজর দিয়ৈ প্রয়োজ্যায় পর্বদের গ্ৰন্থ কৰার জন্য মাধ্যমিক পর্বদ কৰ্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানোয়া হয়েছ। ভবিষ্যতে হঠাৎ নিয়ৈ যাতিন এ ধরনের কোন সমস্যা তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।

কল্যাণীকে সংবর্ধনা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : তেলিয়ামুড়া মাচেন্টে এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ববান্দু দুপুয়ে এক অনারসর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা সেক্রেটারি বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়কে স্বর্বর্ননা প্রদান করল। তেলিয়ামুড়ার বিধানিকা কল্যাণী সাহা রায়কে স্বর্বর্ননা জ্ঞাপন করল তেলিয়ামুড়া মাচেন্টে অ্যাসোসিয়েশনের এই স্বর্বর্ননা অনুষ্ঠানে বিধায়িকা মাচেন্টে এসোসিয়েশনের সদস্য সদস্যরা ফুল ছিটিয়ে প্রথমে অভ্যর্থনা জানায়। পরে বিধায়িকাকে লম্বা উল্লীয় পরিয়ে উচ্চ অভ্যর্থনা জানানো হয় মাচেন্টে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠানে প্রমিণ্ড প্রজ্ঞলন কর শওত সুনকা করের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এই মহিলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় ছাড়াও তেলিয়ামুড়া মাচেন্টে এসোসিয়েশনের সম্পাদক তেলুমুদুদ রায়, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপস সরকার, তেলিয়ামুড়া মাচেন্টে এসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র দাস, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক রঞ্জিত সুবর্দর। স্বর্বর্ননা গ্রহণ করে বিদায়িকা এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

রাজ্যে শান্তি স্থাপনের দাবি

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : রাজো শাস্তি সস্ত্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ভিত্তি অকর্ণকো সাংবাদিকতা প্রদান করছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন কমিটি। রাজো নার্বীচেনোর সন্তান অত্যাচার থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার আগরতলা (প্রেসকোম) আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে সন্তানদের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অধিকাংশ থেকে কল্যাণের সন্তান না দেওয়ায় বরাহ হয় ১১ মাস তারা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সাংবাদিকতা প্রদান করছেন। বৃহস্পতিবার আগরতলা (প্রেসকোম) আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের অসহিত করে সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয় রাজো কল্যাণে নার্বীচেনোর সন্তান অত্যাচার রয়েছে। নামের রকি গুলির উপর আঘাত আনা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে হামলা এবং সম্পদ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের কার্যকলাপে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানিয়েছেন।



সুন্মর উদ্যোগে রক্তদান

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ব্লাড ব্যাংক রক্তের খাটটি মোটোতে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের বাসভবনে আগামী ১৬ মার্চ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ১৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে আগামী ১৬ মার্চ মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের বাসভবনে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর অভিব্যেক হুদ ও যুব মোর্চা অফ মইলা মোর্চার রামনগর মন্ডল সভাপতিগন। মোট ৩০০ এই উদ্ভট রক্তদানের লক্ষ্যমাত্রা যোগ্য হয়েছেন বাসে জানা তুষার বাবু। পাশাপাশি সেদিন নরেন্দ্র মোদিজীর মন কি বাত অনুষ্ঠানও কর্মকর্তারা সবার মিলে অনুব্রন। রক্তদানের সম্প্রদায় কতের তোলার জন্য দলীয় নেতা কলী সমর্থক সহ সকল স্তরের শুবুজিৎ সঙ্গম জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য উদ্যোগভারের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।



মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশর অভিযানে পথ শিশুদের মধ্যে ট্যাবলেট বিতরণ করছেন মেয়র দীপক মজুমদার

মুন্সিগঞ্জে বেওয়ারীশ দাফন করা
লাশটি সনাক্ত প্রকৌশলী ইমতিয়াজের

মুন্সিগঞ্জে বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা লাশটি সনাক্ত হয়।
নিখোঁজ প্রকৌশলী ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভূঁইয়ার (৪৭) মঙ্গলবার রাতে লাশবাহী অ্যান্ডুলেন্সটি কুমিল্লা মুরাদনগর উপজেলার পরমত্তলা গ্রামে পৌঁছেলে সেখানে আবেগান্বন পরিবেশ তৈরি হয়। এ সময় এলাকাবাসী প্রকৌশলী ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভূঁইয়ার লাশ দেখতে ভীড় করেন। কবিফর ভেতর মৃত দেহ দেখে ডিৎকার

করতে থাকেন ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, ভাই-বোনসহ তাঁর স্বজনরা। অন্তিমধরে বৃক্ষাতি কান্নায় ঘোঁরে পানি ধরে রাখতে পারেননি এলারকান নারী-পুরুষরা।

বেওয়াসায় হিসেবে দাফন করা প্রকাশীলী ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ডুইয়ার লাল একজন বাজিস্ট্রেটে উপস্থিতিতে মঙ্গলবার থেকে মৃশিপাঞ্জের করবস্থান খোঁচ উৎসেগান করা হয়। মঙ্গলবার রাত ১০টার পরমতলা ইদ্রিসিয়া ফাযিল

মাদারাসা মাঠে জানাজা শেষে পুরন্য তারার পারিবারিক কবরফানে লাল দাফন করা হয়। ধুববার দুপুরে নিহতের ছোটবোন বর্ণা আক্তার ও ভতিজা সাদাওয়াত ভূঁইয়া জানাজা, আগুঁড়ে দাফনের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাখা হয়েছিল। এর আগে ঘনেশ্বরীয়া ব্রহ্মোয়াল হিসেবে যখন কবর যা প্রকাশীন্ী ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভূঁইয়ার (৪৭) লাশ। গত ৭ মার্চ তারার তেরগৌণ ও

ধর্মনগরে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: বুধবার উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধর্মশাণের লাল ছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (নোহের) যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার কালছড়া গ্রাম ডি ব্লকের অশীন লাল ছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নোহের যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য যুব ও ক্রীড়া শাখার মন্ত্রী টীকা রায়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুয়াইই এস এর ডিস্ট্রিক্ট সুপারিশ দেববর্মা, নোহের

যুব কেন্দ্রের রাজা অধিকর্তা জবা চক্রবর্তী, উত্তর জেলার মুখ্য চিকিৎসক অধিকর্তা ডঃ অরুণা চক্রবর্তী, উত্তর জেলার শিক্ষা অধিকর্তা সনদ কুমার নাথ কালাছড়া আরা ট্রাকের রথ আধিকারিক অমিত চন্দ্র এবং লাল ছাড়া থানা পঞ্চায়েতের প্রধান মহিমা গান্ধী প্রমুখ। রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, এক প্রিয়রা শ্রেষ্ঠ প্রিয়রা বানাতো হবে। এই এক প্রিয়রা শ্রেষ্ঠ প্রিয়রা বানাতো প্রজা রাগেক

হ্রস্টাচার দূর করতে হবে। শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা অস্ত্রাচার বৃদ্ধি করা নয়। তার জন্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য দুইটি উম্মুক্ত করে একের পর এক উপহার দিয়ে যাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ চৈনিক এখন ১৬ টি জায়গায় রেল যোগাযোগের মাধ্যমে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে যা এক সময় ছিল কল্পনাভীত। ঘরে ঘরে সুশাসনের মাধ্যমে মানুষের দরজার কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা উম্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

সোনামুড়ায় রক্তদান শিবির

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : সোনামুড়া
টাউন হলে বৃদ্ধবর ত্রিপুরা
সিভিল সার্ভিস অফিসার
অ্যাসোসিয়েশন এবং সোনামুড়া
মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে
মহতী রত্নদান শিবির অনুষ্ঠিত
হয়। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস
অফিসার অ্যাসোসিয়েশন এবং
সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের
যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো
মেগা রত্নদান শিবির। সোনামুড়া
টাউন হলে প্রদর্শনে প্রদীপ

প্রজন্মের মাধ্যমে অন্তর্জানের শুভ সূচনা করে বিধায়ক কিশোর বর্মণ। উপস্থিত ছিলেন সোনা মন্ডা মহকুমা শাসক, সোনা মুড়া নগর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান, বঙ্গনগর, নলছড়, কাঠালিয়া, এবং মোহনভোগ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন গন। অন্তর্জানের শুরুতে রক্ত দাতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের

রক্তদানের উৎসাহিত করেন
উপস্থিত অতিথিরা। রক্তদান
শিবিরে মোট ১২৫ জন রক্তদাতা
সেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়ক
কিশোর বর্মন বলেন রক্তদানের
বিকল্প নেই। রাজ্যে রক্তের ঘাটতি
মেটোতে সকল অংশের মানুষকে
এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন।
পাশাপাশি তিনি যারা এদিনের
অনুষ্ঠানে রক্ত দান করেছেন
তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য সিধাই থানার পুলিশের

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: বুধবার ভাংরে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সিংহি থানার গোপালনগর এর রবীন্দ্রপল্লীতে বড় ধরনের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। নেশা বিরোধী অভিযানে এবার বড় ধরনের সফলতা পেয়ে সিংহি থানার পুলিশ গোপালনগর জিকিটে মাহাপুত্র গোপালনগর এলাকায় রবীন্দ্রপল্লী এর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শুকনো গাঁজা ও বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বন্দ প্রায় অর্ধ কোটি ন্যাব অর্ট উদ্ধার করে সন্ধান হলে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত অমৃত পাল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে বুধবার ভোরেরান্তে সুনির্দিষ্ট খবরকে ভিত্তিতে পুলিশ অমৃত পালের বাড়িতে হানা দেয়। হানা দিয়ে ওই বাড়ি থেকে ৩০ কিলো শুকনো গাঁজা ৮০০ ছাঁচা চাবালেট এবং বেশ কিছু নেশা জারায় একসপ্ত কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ওই বাড়ি থেকে একটি পাণ্ডিও বাজেয়াপ্ত করেছে যার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ধারায় থাকলে গ্রহণ করেছে পুলিশ। নেশা মুক্ত রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে পুলিশকে ও ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে অরাজকতা চলছে : সিটু

উষাৰাং প্ৰতিনিধি : সন্মাস
মোকাবেলৈয়ে ৰাজ্য সৰকাৰ এবং
কাৰ্য্যকৰ কৰোৱা বাবস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ
দাবী জনিয়েছে সি আই টি ইউ।
ৰাজ্যে নথিবিদ্যোতৰ সন্মাস
অব্যাহত থাকিব গভাৱী উদ্যোগ
প্ৰকাশ কৰেছে সি আই টি ইউ।
সংগঠনৰে তথ্য হোৱাৰ অভিযোগ
কৰায়েই বৰ্ষিত শ্বোকে আক্ৰমণ
সংঘটিত হলেও পুলিশ মামলা
নিছে। বহু মানুহ আক্ৰান্ত
ও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈয়ে বাণিজ্য হাড়া হৈয়ে
ৰয়েছে। তাৰোপৰি ছাড়ি কৰে
ও ফিৰিয়ে আনাৰ পৰিবেশ
ও নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী
জনিয়েছেন সি আই টি ইউৰ
ৰাজ্য সভাপতি প্ৰান্তন মন্ত্ৰী
মানিক দেৱ। ধুবুৰ সাংবাদিক
সম্মেলনে সিআইটিইউৰ ৰাজ্য
সম্পাদক প্ৰান্তন সাংসদ শংকৰ
প্ৰসাদ দত্ত অভিযোগ কৰে
ৰাজ্যে এক আৰজকতাৰ পৰিবেশ
কায়েম হৈছে। শ্ৰমজীৱী
মানুহৰ উপৰ আঘাত হৈছে।
হাছে। ৰাজ্যে সন্মাসী
কাৰ্য্যকলাপৰ সক্ষিপ্ত তথ্য তিনি

তুলে ধরেন। শংকর প্রসাদ মন্ডল বলেন। দেসোয়া মাঝ পূরণ থেকেই বাল্য সারা রাত্রে স্বস্তির চরম আকার ধারণ করেছে। এখনো পর্যন্ত ১৭৫টি অটো রাস্তায় নামতে পারছেন না। ১৬২টি ই রিক্সা, ৩৬৬ গাড়ি রাস্তায় নামতে দেওয়া হচ্ছে না। ৮২টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, ১৮ টি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫০৪ টি শ্রমিক পরিবারের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানা হয়েছে, ৪৩২ টি বাড়িতে লুটপাট করা হয়েছে, ৫৬ টি বাড়ি অগ্নিখেণ্ডায় করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩০২ টি ফুট পাতে হ হকারে দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে, ৫৫ টি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৩ শতাধিক দোকানের তাল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ১২২টি রবার বাগান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারি বাগান থেকে ২১৫ জনকে ছাটাই করা হয়েছে। এ ধরনের স্বস্তির অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে সিআইডিউ।

ফের বন্য হাতির তান্ডব

তথ্যব্যবহৃত প্রতিনিধি : তেলিয়ামোড়ার পূর্ব লক্ষ্মীপুর চামপাই এলাকায় মঙ্গলবার রাতে বন্যহাতি তাণ্ডবে একজন আহত হয়েছেন। অপর কয়েকজন অজ্ঞবিত্তরা আহত হয়েছেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে বন্য হাতির সমস্যা নতুন কোন বিষয় নয়। তেলিয়ামুড়ার বেশ কিছু হাতি প্রাণ এলাকায় প্রায় প্রতিদিন বন্য দাতাদের দর উপদ্রব চালায় এবং হাতিরে আক্রমণে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবরও রয়েছে। এরপরেও হাতির সমস্যা নিরসনে কোন প্রকার হাতি ব্যবস্থা গ্রহণ করাছে না বনদপ্তর। মঙ্গলবার রাতেও বন্য হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত ১ ও অজ্ঞবিত্তর আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনটি সংগঠিত হয়েছে পূর্ব লক্ষ্মী পুর এডিসি ডিভিজে প্রেরিত অন্তর্গত চামপাই এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়,, তেলিয়ামুড়া মহকুমা বনদপ্তরের অধীন অর্থাৎ পূর্ব লক্ষ্মীপুর এ.ডি.সি ডিভিজে অন্তর্গত চামপাই এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে বন্য দাঁতাল হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি, ও অজ্ঞবিত্তর আহত হয় বেশ কয়েকজন। গুরুতর আহত ব্যক্তির নাম অরুণ দেববর্মা। এলাকার লোকজন হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। রাতের অন্ধকারে হাতির আক্রমণের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় এখনো তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।



THE HOPE

(An Exclusive Medical Day Care Unit)

Tripura's First Exclusive Medical Day Care Unit Only For

Advanced Chemotherapy



Now @
Agartala

Advanced Eye Surgery (Phaco)






It's Nothing but an Experience

☺ CHEMOTHERAPY ☺ ONCOLOGY & ONCO SURGERY OPD ☺ EYE SURGERY (PHACO) ☺ EYE / OPHTHALMOLOGY OPD

☎ Reach us @ 8014251101 / 8798610070

📍 Khejurbagan, Airport Road, Agartala, Tripura (W) - 799 006.

“স্বপ্ন আপনার,
সাজাবো আমরা”

**বিশ্বের
ফার্নিচারের
বিপুল অস্ত্র**

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

All Tripura Based retail & wholesale business Network.

AGARTALA, UDAIPUR, KUMARGHAT,
DHARMANAGAR (Opening Soon)

Distributor : LG ELECTRONICS PVT. LTD. Tripura (S)








Owner, Publisher, Editor, Printer : Smt. Chandra Roy, Published from Banamalipur, Jorapukurpar, P.O. - Agartala, P.S. East Agartala, Tripura West, Pin - 799001, Printed from Mudran, Ramnagar Road No.4, Agartala, Tripura West, Pin - 799001, Asst. Editor : Bishal Saha, REGD. WITH RNI NO. 40964/90, POSTAL REGD. NO AGT/012/2018-2020, Phone : 9436456207, e-mail : bhabishyattripura2021@gmail.com